CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-92 ■ 1 January, 2026 ■ আগরতলা ১ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৬ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বছরের অন্তিম দিনে সূর্য্যাস্ত। বুধবার ধর্মনগর তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বামীর কবরের পাশেই সমাহিত খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ।। বুধবার ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনের বাইরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে বিপুল জনসমাগম হয়। সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হন প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে জানানো হয়েছে, বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি প্রত্যাশিত ছিল। জানাজা শেষে তাঁকে তাঁর স্বামী, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই সমাহিত করা হবে। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত এই জানাজা অনুষ্ঠানে একাধিক বিদেশি রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় পৌঁছান ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ভারত সরকারের ও দেশের জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানান।

এদিকে এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ জানান, "মাননীয় বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ঢাকায় এসে বাংলাদেশের সাবেক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানকে জয়শঙ্কর
ভারত-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ বিকাশে খালেদার দৃষ্টিভঙ্গি পথ নির্দেশ দেবে

বুধবার ঢাকা পৌঁছানোর পর সংসদ ভবনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ব্যক্তিগত চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ভারত সরকার এবং জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় ড. এস. জয়শঙ্কর লেখেন, আমার বিশ্বাস, বেগম খালেদা জিয়ার দর্শন ও মূল্যবোধ আমাদের অংশীদারিত্বের উন্নয়নে দিকনির্দেশ করবে।

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে অংশ নিতে বুধবার ঢাকায় যান ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। সেখানে তিনি খালেদা জিয়ার ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, ভারত—বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ বিকাশে খালেদা জিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধই পথনির্দেশ দেবে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি
বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক দিব্য উৎসব ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি/অযোধ্যা, ৩১ ডিসেম্বর ।। অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুধবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এই দিনটিকে ভারতের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র উপলক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেন।

এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ অযোধ্যা জির পবিত্র ভূমিতে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই বর্ষপূর্তি আমাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক দিব্য উৎসব। এই পবিত্র ও নির্মল উপলক্ষে দেশ-বিদেশের সকল রামভক্তদের পক্ষ থেকে প্রভু শ্রী রামের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সকল দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের উদ্যোগে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, পৌষ শুক্ল পক্ষ দ্বাদশীতে (২২ জানুয়ারি, ২০২৪) এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামলালার মূর্তির অভিষেক হয়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "প্রভু শ্রী রামের অশেষ কৃপা ও আশীর্বাদে পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন অগণিত রামভক্তের সংকল্প পূর্ণ হয়েছে। আজ রামলালা তাঁর গৌরবময় আবাসে পুনরায় অধিষ্ঠিত। এ বছর দ্বাদশী তিথিতে অযোধ্যার ধর্মধ্বজা রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। গত মাসে এই পবিত্র ধর্মধ্বজার প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

তিনি আরও বলেন, "মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রী রামের আদর্শ যেন প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে সেবা, ত্যাগ ও করুণার ভাবনাকে আরও দৃঢ় করে তোলে, যা একটি সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভারতের শক্ত ভিত রচনা করবে। জয় সিয়ারাম!"

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কয়েক দিন ধরে রাম জন্মভূমি মন্দির চত্বরে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, এই সময়ে প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ ভক্ত অযোধ্যায় এসে দর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাম জন্মভূমি মন্দিরে পূজা অর্চনা করেন এবং অযোধ্যার অন্যান্য মন্দিরে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "ভারতের চেতনার শীর্ষবিন্দুর সাক্ষী পবিত্র নগরী শ্রী অযোধ্যায় আজ শ্রী রামলালার নতুন বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির পবিত্র দিন।"

তিনি আরও বলেন, "শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে রামলালার অভিষেক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা সংগ্রামের পরিসমাপ্তির প্রতীক। এটি আমাদের তিন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ফরিদাবাদে চলন্ত ভ্যানে গণধর্ষণের পর রাস্তায় ফেলে দিল যুবতীকে

ফরিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর।। *ফরিদাবাদে ভয়াবহ এক ঘটনার সামনে এসেছে। ২৮ বছর বয়সি এক বিবাহিত মহিলাকে প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলন্ত ভ্যানে গণধর্ষণ করার পর মঙ্গলবার ভোররাতে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে।*

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোরের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। ওই মহিলা রাতে বাড়ি ফেরার জন্য একটি গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সময় একটি ভ্যান এসে দাঁড়ায়। ভেতরে থাকা দুই যুবক তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভ্যানে তোলে। কিন্তু গাড়িটি বাড়ির দিকে না গিয়ে গুরুগ্রাম রোডের দিকে চলে যায়।

অভিযোগ, প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে ভ্যানের মধ্যেই তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করা হয়। তিনি বাধা দিতে গেলে অভিযুক্তরা তাঁকে ভয় দেখায় ও হুমকি দেয়।

ভোর প্রায় ৩টা নাগাদ, এসজিএম নগরের রাজা চক এলাকার কাছে চলন্ত ভ্যান থেকেই তাঁকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি রাস্তায় পড়ে যান। তাঁর মুখে মারাত্মক আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

ঘটনার সময় বারবার তিনি তাঁর দিদির ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরে দিদি ফোন করলে পুরো ঘটনা জানতে পারেন। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর মুখে ১০ থেকে ১২টি সেলাই দিতে হয়েছে।

বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি মানসিকভাবে গভীর ধাক্কায় রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগে ভুক্তভোগীর দিদি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নারকেলকুঞ্জে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য
অভিযোগ ভিলেজ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। নারকেল কুঞ্জ ভিলেজ কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চাকমা ছাত্র প্রতিনিধিরা। আজ আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, নারকেল কুঞ্জ ভিলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সুকুমার দেববর্মা চাকমা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সংগঠনের প্রধান জীবন চাকমার অভিযোগ, সুকুমার দেববর্মা, যিনি তিপ্রা মথা পার্টির সঙ্গেও যুক্ত, তিনি এলাকায় বসবাসকারী চাকমা ব্যবসায়ীদের 'বাংলাদেশি' বলে উল্লেখ করেন, যা সম্পূর্ণভাবে বর্ণবিদ্বেষমূলক ও অগ্রহণযোগ্য। পাশাপাশি শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে মন্তব্য করে নাকের গড়নের সঙ্গে ভাষা শেখার বিষয় জুড়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়, যা ছাত্র সংগঠনের মতে অত্যন্ত আপত্তিকর।

জীবন চাকমা জানান, ঘটনাটি গত ২৯ নভেম্বরের এবং তারপর থেকেই চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ভিসি চেয়ারম্যানের নিঃশর্ত প্রকাশ্য ক্ষমা দাবি করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র নেতারা বলেন, মাতৃভাষা লালন ও চর্চা করা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। ত্রিপুরায় ১৯টি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজস্ব ও পূর্ত দফতরের সঙ্গে ভারতের মৌসম বিভাগের দুই চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের রাজস্ব দপ্তর এবং পূর্ত (জল সম্পদ) দপ্তরের সঙ্গে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের স্বাক্ষরিত দু'টি চুক্তিপত্র হস্তান্তর করা হয়। রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের পক্ষে সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পূর্ত দপ্তরের পক্ষে সচিব কিরণ গিত্যে পৃথক এই দু'টি চুক্তিপত্র ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের মহানির্দেশক ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র কে হস্তান্তর করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জী লেনস্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে ভারতের আবাহাওয়া দপ্তরের মহানির্দেশক ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারকালে এই চুক্তি হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহার তুলে দিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের মহানির্দেশক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সাক্ষাৎকারকালে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আবহাওয়া দপ্তরের র‍্যাডার প্রজেক্ট হেড সোমা সেন রায়, বৈজ্ঞানিক শঙ্কর নাথ, রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অরুণ কুমার রায়, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্ট অফিসার ড. শরৎ কুমার দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সারা রাজ্যের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই পরীক্ষার সূচীতে পরিবর্তন
দশম ১১ মার্চ দ্বাদশ ১০ এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ।। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ ঘোষণা করেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক কারণে পরীক্ষার সূচিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নতুন সূচি অনুযায়ী, দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা, যা আগে আগামী বছরের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা পিছিয়ে ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে, দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা আগের নির্ধারিত তারিখ ৩ মার্চ, ২০২৬ থেকে পিছিয়ে ১০ এপ্রিল, ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হবে।

সিবিএসই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের বিষয়টি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজি নববর্ষ রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ইংরেজি নববর্ষ-২০২৬ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি জানান, "১ জানুয়ারি সারা পৃথিবীতেই নববর্ষ উদযাপন করা হয়। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এই দিনটি খুশি বয়ে নিয়ে আসে। ঐতিহ্য, একতা, নতুন কিছু শুরুর আশায় ও লক্ষ্য নির্ধারণে সারা বিশ্বে দিনটি পালিত হয়। নতুন বছর শুরুর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাজাজ অটোর শোরুমে তালা
নতুন ই-রিক্সা ও অটোর পারমিটের বিরোধীতায় পরিবহন ভবনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। নতুন করে ই-রিক্সা ও অটো রিক্সার পারমিট প্রদান বন্ধের দাবিতে আগরতলার আস্তাবল ময়দানের পাশে ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভারতীয় মজদুর মহাসংঘ। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ভারতীয় মজদুর মহাসংঘের দাবি, পরিবহন দপ্তর যেন কোনও অবস্থাতেই নতুন অটো রিক্সার পারমিট প্রদান না করে। সংগঠনের বক্তব্য, এভাবে নতুন পারমিট দেওয়া হলে বর্তমানে যারা অটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন, তাদের বড় সমস্যার মুখে পড়তে হবে। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অটো রয়েছে রাজধানীতে। বিক্ষোভকারীদের আরো অভিযোগ, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

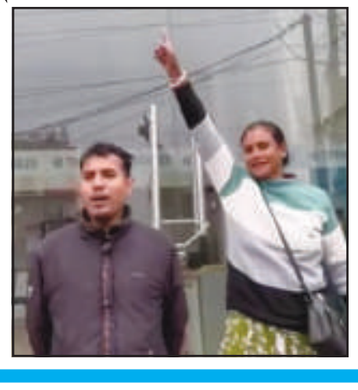

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১ জানুয়ারি,২০২৬ইং
১৬ পৌষ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইংরেজি নববর্ষের প্রত্যাশা

ইংরেজি নববর্ষ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা পরিবর্তন নয়, বরং এটি বিশ্বজুড়িয়া মানুষের মিলনমেলা এবং নতুন প্রত্যাশার এক সন্ধিক্ষণ। কালপরিক্রমায় মহাকালের গর্ভে বিলীন হইলো আরও একটি বছর। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের চাদর গায়ে জড়াইয়া উদিত হইয়াছে ২০২৬ সালের প্রথম সূর্য্য। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম প্রহরে আমাদের সবার মনেই থাকে নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন। একটি সুন্দর আগামীর জন্য আমরা অনেক কিছুই প্রত্যাশা করি।ইংরেজি নববর্ষ বা ''গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার'' অনুযায়ী রাত পোহালেই পহেলা জানুয়ারি। বর্ণিল আলোকসজ্জা, আতশবাজির ঝলকানি আর ''হ্যাপি নিউ ইয়ার'' ধ্বনিতে বিশ্ববাসী বরণ করিয়া নিয়াছে এই নতুন বছরকে। এই পরিবর্তন কেবল সংখ্যার পরিবর্তন নয়, বরং এটি অতীতের ব্যর্থতা মুছিয়া ফেলিয়া নতুন করিয়া পথচলার এক দৃঢ় অঙ্গীকার ইংরেজি নববর্ষ এখন আর কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নাই। সিডনির অপেরা হাউস থেকে শুরু করিয়া নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ার কিংবা ভারতের রাজধানী দিল্লি অথবা ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলাসবখানেই উৎসবের আমেজ। আধুনিক এই যুগে নববর্ষ বিশ্বায়নের এক অনন্য প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলিয়া একে অপরের মঙ্গল কামনা করাই এই উৎসবের মূল সুর।নতুনকে বরণ করিবার পাশাপাশি পেছনের বছরের মূল্যায়ন করা জরুরি। বিগত বছরে বিশ্ব যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়াছে, তেমনি যুদ্ধ-বিগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হইয়াছে। তবে মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি বারবার প্রমাণ করিয়াছে যে, সংকটের মেঘ কাটাইয়া আলোর পথে ফেরা সম্ভব। নববর্ষ আমাদের সেই হার না মানা মানসিকতাকেই পুনর্জাগরিত করে।নতুন বছরে আমাদের প্রত্যাশা হোক একটি যুদ্ধমুক্ত, সবুজ ও মানবিক পৃথিবী। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা যেমন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করি , তেমনি সামাজিকভাবে আমাদের সংকল্প হওয়া উচিত দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য দূরীকরণ। প্রযুক্তি যেন মানুষের ধ্বংস নয়, বরং কল্যাণের হাতিয়ার হয়এই হোক আমাদের প্রার্থনা।পুরনো বছরের সব গ্লানি, জরা আর ব্যর্থতা ধুইয়া যাক নতুনের জোয়ারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ''মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।'' আগামীর দিনগুলো হোক নিরাপদ, সুন্দর এবং শান্তিময়। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ুক সম্প্রীতির বার্তা।শুভ নববর্ষ ২০২৬!

আগরতলার ঐতিহ্যবাহী জ্যাকসন গেট পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ, এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: রাজ্যের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পুরনো জ্যাকসন গেট পুনরায় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার ও আগরতলা পুর নিগম। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে জ্যাকসন গেট সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

আগরতলার জ্যাকসন গেইট ত্রিপুরার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। এই গেটটি রাজন্য আমলের স্থাপত্যশৈলী এবং ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার তৎকালীন কূটনৈতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। জ্যাকসন গেটের নামকরণ করা হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তৎকালীন কমিশনার স্যার এল. এস. জ্যাকসনের নামানুসারে।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরায় যখন মাণিক্য রাজবংশের শাসন চলছিল, তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সম্মানে বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এই গেটটির নির্মাণ ও নামকরণ করা হয়। জ্যাকসন গেটটি মূলত উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সীমানার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এক সময় এটি শহরের প্রধান কেন্দ্র ও রাজবাড়ির সংযোগস্থল হিসেবেও পরিচিত ছিল।

গেটটির স্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিক ধাঁচের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যা সেই সময়কার ত্রিপুরার অন্যান্য রাজকীয় ভবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি আগরতলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্কে পরিণত হয়েছে।

মঙ্গলবার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা জানান, ইতিমধ্যেই জ্যাকসন গেট পুনর্নির্মাণের জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই গেটটি পুনরায় নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বর্তমান সরকার রাজ আমলের যাবতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, এবং সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এসসি ডিপার্টমেন্টকে শক্তিশালী করতে আগরতলায় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: কংগ্রেস দলের এসসি ডিপার্টমেন্টকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার আগরতলায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের এসসি ডিপার্টমেন্টের জাতীয় কো-অর্ডিনেটর তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কো-অর্ডিনেটর টি সি দাসের উপস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় জাতীয় কো-অর্ডিনেটরের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ ভট্টাচার্য্য-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এদিনের বৈঠকে রাজ্যে কংগ্রেসের এসসি ডিপার্টমেন্টকে কীভাবে আরও কার্যকর ও সংগঠিত করা যায়, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে মজবুত করার কৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তার এবং দলীয় কার্যক্রমে এসসি সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এসসি ডিপার্টমেন্টকে শক্তিশালী করে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও দৃঢ় করাই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনে ধারাবাহিক কর্মসূচি ও সংগঠনের বিস্তারের মাধ্যমে এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা হবে বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

কল্পতরু দিবসের ইতিকথা

কল্পতরু উৎসবের ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ সালে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ভক্তদের কাছে নিজেকে 'কল্পতরু' (ইচ্ছাপূরণকারী বৃক্ষ) রূপে প্রকাশ করেছিলেন, যা ছিল তাঁর জীবনের এক আধ্যাত্মিক প্রকাশ; এই বিশেষ দিনে তাঁর শিষ্যরা গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং এরপর থেকেই এই দিনটি ''কল্পতরু দিবস'' বা ''কল্পতরু উৎসব'' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে, যা রামকৃষ্ণ মিশন ও বিশ্বজুড়ে তাঁর অনুসারীরা পালন করেন।

ইতিহাসের মূল ঘটনা:

তারিখ: ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬।

স্থান: কাশীপুর উদ্যানবাটী (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অংশ)। ঘটনা: গলা ক্যান্সারে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দিন ভক্তদের কাছে সমাধিস্থ হন এবং তাঁদের স্পর্শ করেন, যার ফলে ভক্তরা এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

নামকরণ: রামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত এই ঘটনাকে পৌরাণিক ''কল্পতরু'' বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেন, যে বৃক্ষ ইচ্ছা পূরণ করে।

তাৎপর্য: রামকৃষ্ণ পরমহংস সেদিন নিজেকে ''ঈশ্বরের অবতার'' হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাস করেন এবং এটি ভক্তদের জন্য এক পরম সৌভাগ্যের দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

পালন: রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিশ্বজুড়ে বেদান্ত সোসাইটিগুলির মাধ্যমে প্রতি বছর এই দিনটি পালিত হয়।

ভক্তরা এই দিনে পুজো, ভক্তিগীতি ও -এর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা স্মরণ করেন এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন।

কল্পতরু উৎসব - উইকিপিডিয়া

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই উৎসব শুরু হয়েছিল। এই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর অনুগামীরা ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস কে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় এ...

কল্পতরু দিবস - কল্পতরু দিবসকে কল্পতরু দিবস বা কল্পতরু উৎসব নামেও ডাকা হয়। এই সংগঠনগুলি ১৯ শতকের ভারতীয় রহস্যবাদী এবং বাঙালি রেনেসাঁর ব্যক্তিত্ব রামকৃষ্ণের শিক্ষা ...

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি মহাপুণ্য দিনে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ... ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি মহাপুণ্য দিনে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্ত মাঝে ধরা দিয়েছিলেন ''কল্পতরু'' রূপে। তাঁর জীবনের অন্তিম ইচ্ছে পূরণের দিন না কি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ ... রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সেই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই এই। কল্পতরু উৎসব কী? কে এই উৎসবের প্রচলন করেন? কল্পতরু উৎসব হল একটি হিন্দু উৎসব। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহস্থরা এই উৎসব পালন করেন। বিশ্বব্যাপী বেদান্ত সোসাইটিগুলিতেও এই উৎসব পালিত হয়...

এই বিশেষ দিনে কীভাবে কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? তখন কারা ছিলেন সঙ্গে? কল্পতরু উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত-শিষ্যরা পালন করেন। এর সূচনা হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মূলত এই উৎসব পালিত হয়। তবে, যে বাগানবাড়িতে ''কল্পতরু'' হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ - ... ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি বিকেলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য শিষ্যদের আশীর্বাদ করেন রামকৃষ্ণ। তিনি সমাধিস্থ হন, শিষ্যরাও ভাবোন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তরা। কল্পতরু উৎসব হল একটি হিন্দু উৎসব। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহস্থরা এই উৎসব পালন করেন। বিশ্বব্যাপী বেদান্ত সোসাইটিগুলিতেও এই উৎসব পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে কীভাবে কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? তখন কারা ছিলেন সঙ্গে? কল্পতরু উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত-শিষ্যরা পালন করেন। ... যা পরে কল্পতরু উৎসব নামে পরিচিত হয়। কল্পতরু নামেই আলোকিত গভীর মনন।ভক্ত, অনুরাগীরা উদ্বেলিত হন।লাখো লাখো ভক্তদের সমাগম কাশীপুরে আনন্দের হাট বসে।

আজ 'কল্পতরু উৎসব', এই দিনেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক''

ইংরেজি নতুন বছরের পয়লা দিন বলে কথা। বাঙালি মেতেছে বর্ষবরণের আনন্দে। এ আর নতুন কী! তবে ফি বছর ১ জানুয়ারির গুরুত্ব বাঙালির কাছে অন্যভাবেও রয়েছে, এদিন কল্পতর উৎসব ।এদিনই বিশ্ববন্দিত হিন্দু ধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের গুরু, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক''। সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র ভক্তরা পালন করছেন কল্পতরু দিবস। ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল দক্ষিণেশ্বর- কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কল্পতরু রূপে ভক্তদের আশীর্বাদ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এক দরিদ্র বৈষ্ণব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কথিত আছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে গয়া তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, গদাধর বিষ্ণুকে স্বপ্নে দর্শন করেন। তাই নিজের চতুর্থ সন্তানের নাম তিনি রাখলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়। দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে ১৮৫৫ সালে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতায় আগমন ঘটে। কারণ মাহিষ্য সমাজের জমিদার পত্নী রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। রানিমা প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন কামারপুকুরের রামকুমারের হাতে। তরুণ গদাধর দাদাকে পুজোতে সাহায্য করবেন। ১ বছরের মধ্যে ছন্দপতন। আকস্মিকভাবেই ১৮৫৬ সালে মৃত্যু হল রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বভার গ্রহণ

করলেন তিনি। মন্দিরের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোনে তরুণ পুরোহিতের জন্য একটি ছোট্ট ঘর বরাদ্দ করা হল। শোনা যায়, এরপরেই রানি রাসমনির জামাতা মথুরামোহন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নামকরণ রামকৃষ্ণ করেন, তবে এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ কেউ বলেন যে তাঁর এই নামকরণ করেন ঠাকুরের অন্যতম গুরু তোতাপুরী। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না সেভাবে। কিন্তু মুখে মুখে বলে দিতেন হিন্দু শাস্ত্রের সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব, অতি সরলভাষায়, একেবারে গল্পের ছলে। এজন্য তাঁকে গল্পের রাজাও বলা হয়।পরবর্তীকালে তাঁর এই বাণী সংকলিত হয় কথামৃত নামক গ্রন্থে। এরমধ্যে ঠাকুরের বিবাহ সম্পন্ন হয় কামারপুকুরের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদাদেবীর সঙ্গে। সেটা ১৮৫৯ সালে। এতদিনে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে ফেলেছে। শিষ্য তালিকায় স্থান পেয়েছেন কেশবচন্দ্র সেন সমেত অন্যান্য গন্যমান্যরা।

১ জানুয়ারী ১৮৮৬ শরীরে মারণ রোগ বাসা বাঁধলে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নির্দেশে তিনি নিজেকে গৃহবন্দি রাখেন প্রায় এক মাস। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে উপস্থিত রয়েছেন প্রায় ৩০জন মতো গৃহী ভক্ত। সকলে হাতে ফুল নিয়ে উপস্থিত। আজ ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যাবে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দুপুর তিনটে। দোতলা ঘর থেকে তিনি নেমে এলেন বাগানে। পরনে সেই চিরাচরিত পোশাক। লাল পেড়ে ধুতি। উপস্থিত গৃহী ভক্তরা তাঁদের হাতে রাখা ফুল ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিতে থাকেন। কথিত আছে, ঠাকুর তখন নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে বলেন, ''হ্যাঁ গো, তুমি যে আমার নামে এত কিছু চারিদিকে বলো, তো আমি আসলে কী?'' গিরিশ ঘোষ উত্তর দিলেন, ''তুমিই নররূপ ধারী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, আমার মত পাপী-তাপীদের মুক্তির জন্যই তোমার মর্ত্যে আগমন।'' সবাই তখন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করলেন এবং ঠাকুর বললেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক''। এদিনের উৎসবকে কল্পতরু কেন বলা হয়? হরিবংশ ইত্যাদি পুরাণে 'কল্পতরু'র উল্লেখ রয়েছে। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত, লক্ষ্মীদেবী, ঐরাবত ইত্যাদির সঙ্গে উঠে আসে একটি বৃক্ষ-ও। যাকে পারিজাত বৃক্ষ বলা হত। পরবর্তীতে দেবরাজ ইন্দ্রের বিখ্যাত নন্দনকাননের স্থান পায় এই পারিজাত বৃক্ষ এবং সেখান থেকে স্ত্রী সত্যভামার আবদারে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে নিয়ে আসেন এই বৃক্ষ।এই পারিজাত বৃক্ষকে-ই 'কল্পতরু' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই বৃক্ষ, যার কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। কল্পতরু উৎসবের দিন ঠাকুরের ভক্তরা তাঁকে অবতার রূপে মেনে নেন। কথিত আছে, সেদিন উপস্থিত সমস্ত ভক্তের মনোবাঞ্ছা ঠাকুরের কৃপায় পূরণ হয়েছিল। ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে, এই দিন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সকলের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

কল্পতরু অবতারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেকাল ও একাল

শিবশঙ্কর দাস

কল্পতরু উৎসব ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের এক মহিমান্বিত অধ্যায়, এই দিন ঠাকুর অকাতরে তাঁর ভক্ত শিষ্যদের মনবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। যে কোনো দীন-দুঃখী, পাপী-তাপী সকলের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের লোকের ন্যায় তাদের আবদার পূরণ করছেন মা ভবতারিনীর কৃপায়। এক সময়ের এই মহা আধ্যাত্মিক পূর্ণ লগ্ন আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কল্পতরু উৎসবের একাল ও সেকাল এর যে যোগসূত্র তা আজও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বহু ভক্তের আবেগ ও অনেক কিছু চাওয়া পাওয়া যেন ঠাকুর কল্পতরু রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন এই অনুভূতিই ভক্ত ও তাদের প্রানের ঠাকুরের মধ্যে অভূতপূর্ণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী বিকালে কাশীপুর উদ্যান বাটীতে যেদিন ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ কল্পতরু রূপে গৃহী ভক্তদের কৃপাদান করেছিলেন সেদিনটি ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক জগতে এক স্মরনীয় ঘটনা। ঠাকুর দুপুরে বিশ্রামের পর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের কাছে তাঁর উদ্যান ভ্রমনের ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। রামলাল সেই ইচ্ছায় সাড়া দেন। ঠাকুরের সর্বাঙ্গ সুন্দর বস্ত্রে আবৃত। ঠাকুর যখন রামলালকে ধরে বাড়ির দোতলা থেকে নেমে আসেন, তখন একতলার হলঘরের পাশের ছোট ঘরে কয়েকজন সেবক নিদ্রিত ছিলেন। পূর্বরাত্রে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধন ভজনের দরুন রাত্রি জাগরনের ফলে তাঁরা ক্লান্ত ছিলেন। ঠাকুরের কিছু বহিরাগত ভক্ত সেদিন যেমন উদ্যানে বেড়াছিলেন তেমনই হলঘরেও কয়েকজন বসেছিলেন। ঠাকুর হলঘরে পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন সুড়কির রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকের ফটকের দিকে এগিয়ে যান। ঠাকুরকে অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ নিচে নামতে দেখে উপস্থিত কয়েকজন ভক্ত তাঁকে অনুসরণ করেন, সেবক লাটুও ঠাকুরকে একটু অনুসরণ করে অন্যান্য ভক্তদের তাঁর সঙ্গে দেখে ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি পরিস্কার করে দেবার ব্যবস্থা করেন লাটু। ইংরেজি বছরের প্রথমদিন হিসাবে ছুটিথাকতো আগে ইংরেজ রাজত্বের সময় তাই-ই ছিল, প্রায় ত্রিশ জনের বেশি ভক্ত উদ্যানে এসেছিলেন ছুটি উপভোগ করতে এবং ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সেইভাবে উদ্যানে একাকী বেড়াতে দেখে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীর প্রাণে আনন্দের জোয়ার আসে এবং তারা সকলে ঠাকুরকে অনুসরণ করতে থাকেন। ঠাকুরের এই সময়কার রূপ বর্ণনা করে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তাঁর পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন- সেদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমার এখন ও আশ্চর্য হইয়া থাকি। 'তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত ছিল। মুখমন্ডলের জ্যোতিতে দিক মন্ডল আলোকিত হইয়াছিল মুখের যে অত শোভা হইতে পারে তাহা কাহারও জানা ছিল না'। সেদিন বসতবাটি ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর-এসে পৌঁছিলে গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্র প্রভৃতি গৃহীভক্তগণ ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের দেখে ঠাকুর আকস্মাৎ গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন তুমি যে আমার সম্বন্ধে এত বলে বেড়াও তুমি কি দেখছ বা বুজেছ? ঠাকুরের এই

> আজও কাশীপুর উদ্যান বাটিতে সকাল থেকে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল নামে ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং নানরকম অনুষ্ঠানসূচীও এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার নামী দামী শিল্পীরা এতে আংশগ্রহণ করে। বহু স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা ও ক্লাব এই সমস্ত ভক্তদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। তাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজও কল্পতরু উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে বধ্য পরিকর যা সেকালে ও একালের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন।

আকস্মিক প্রশ্নে গিরিশচন্দ্র কোনরূপ বিচলিত না হয়ে তৎক্ষনাৎ রাস্তার ওপরেই ঠাকুরের পদতলে জানু পেতে উপবিষ্ট হয়ে দুটি হাত জোর করে গদগদ করে আগাধ বিশ্বাসে উত্তর দেন ব্যাস বাল্মিকী যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কি আর বলতে পারি। গিরিশচন্দ্রের এই কথা শোনা মাত্রই ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় এবং তিনি গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হন। তাঁর সেই সময়কার অপরূপ দিব্যভাব এবং অভূতপূর্ব রূপমাধুর্য দর্শন করে সমবেত ভক্তগন মুগ্ধ হন এবং গিরিশচন্দ্র মহা উল্লাসে বার বার জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনি দিয়া ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ করতে থাকেন।

এরপর ঠাকুর বাহ্যদশায় ফিরে এলে সহাস্যবদনে সকল ভক্তের প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চৈতন্য হোক এই আশীর্বাদ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পরেন। এই সময় ভক্তের ভাবের উল্লাসে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করেতই তিনি ভাবাবস্তাতেই ভক্তদের বক্ষস্পর্শ করে একে একে সকলকে তোমাদের চৈতন্য হোক এই আশীর্বাদ করতে থাকেন সকলে চিৎকার করিয়া একে অপরকে ডাকতে থাকে ঠাকুরকে প্রাণাম করার হিড়িক পড়ে যায়। সমস্ত ভক্তরা তাঁদের চোখের সম্মুখে দেবত্বর মহিমায় প্রকাশ উপলব্ধি করতে লাগল। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। কেহ বা ফুল মালা এনে মন্ত্রচারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ওইরূপ হইবার পর ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণ ও পূর্বের ন্যায় প্রকৃস্থিত হইল এবং কাশীপুর উদ্যান ভ্রমন ওইরূপে পরিসমাপ্ত করে ঠাকুর নিজ কক্ষে গিয়া উপবিষ্ট হলেন।

আজও কাশীপুর উদ্যান বাটিতে সকাল থেকে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল নামে ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং নানরকম অনুষ্ঠানসূচীও এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার নামী দামী শিল্পীরা এতে আংশগ্রহণ করে। বহু স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা ও ক্লাব এই সমস্ত ভক্তদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। তাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজও কল্পতরু উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে বধ্য পরিকর যা সেকালে ও একালের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন।

তবে এই দিনটিতে কাশীপুর উদ্যানবাটীর একটি বৃক্ষতে ভক্তরা আজও একটি কাগজে নিজের মনস্কামনা জানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। বহুভক্ত সেই বৃক্ষকে কল্পতরু বৃক্ষরূপে দন্ডায়মান দেখে তাতে তাদের যতটুকু সামর্থ ততটুক দান দিয়ে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। এবং পবিত্র এই দিনটির মাহাত্ম উপলব্ধি করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় তিপ্রামথার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রাজ্য সরকার নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

কুমারঘাট, ৩১ ডিসেম্বর: রাজ্য সরকার নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সফলতা আসতে গেলে সমাজের সব অংশের মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আজ ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আজকের দিনে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের ভীষণ প্রয়োজন। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণেই বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে সমাজে নানা অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলেন, এই বিদ্যালয় মহকুমাবাসীর কাছে গর্বের। অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক নীলকান্ত সিনহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণরঞ্জন পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফটিকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিতা দত্তকর, রাজনগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুব্রত দাস, বিদ্যালয়ের এসএমসি'র চেয়ারপার্সন রমাপদ দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস কবি কৌশিকের লেখা কবিতার বই ''ফটিক জল''র আবরণ উন্মোচন করেন।

রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি, লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি নিয়ে চম্পট চোরের দল

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর : উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানার অতি সন্নিকটে অবস্থিত সরসপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কালিবাড়ি রোড এলাকায় ফের এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সামনে এল। সোমবার গভীর রাতে ওই এলাকার বাসিন্দা মনিশ দেবনাথ-এর বাড়িতে হানা দেয় চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার রাতে মনিশ দেবনাথের স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় বাড়িটি ফাঁকা ছিল। প্রতিদিনের মতো তিনি রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে দেখেন বাড়ির বারান্দার গেটের তালা ভাঙা। সন্দেহ হওয়ায় দ্রুত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেই তাঁর চোখে পড়ে ভয়াবহ দৃশ্য পুরো ঘর তছনছ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং আলমারির লকার ভেঙে ফেলা হয়েছে।

পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ঘরে রাখা নগদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে চোরের দল নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফিরে যায়। তবে ঘটনার এত সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ক্ষুব্ধ গৃহস্থ মনিশ দেবনাথ অভিযোগ করে জানান, দুষ্কৃতীরা তাঁকে আগে থেকেই ফলো করছিল এবং পরিকল্পিতভাবেই দলের অন্য সদস্যরা এই চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে। তিনি এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও গভীর তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মনিশ দেবনাথ আরও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এর আগেও এই এলাকায় একাধিক ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি ঘটনারও সঠিক সমাধান করতে পারেনি কদমতলা থানার পুলিশ। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ক্রমশ বাড়ছে। ঘনঘন চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী অবিলম্বে পুলিশের নিয়মিত টহল বৃদ্ধি, রাতে নজরদারি জোরদার এবং দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেতনতা বাড়াতে তেলিয়ামুড়ায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি

তেলিয়ামুড়া, ৩১ ডিসেম্বর: বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া শহরে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালিটি শহরের প্রধান রাজপথ ধরে শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। র‍্যালির মাধ্যমে ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং বিপদের মুহূর্তে কী করণীয়সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও সচেতনতার গুরুত্ব যে জানমাল রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে, সেই বার্তাই র‍্যালির মাধ্যমে শহরবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়। ব্যানার, ফেস্টুন ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে তেলিয়ামুড়া শহরের রাজপথ। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই সচেতনতামূলক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, ডিসিএম সন্দীপ দেববর্মা-সহ মহকুমা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের উপস্থিতিতে র‍্যালিটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মৃত্যুফাঁদে পরিণত বেইলি ব্রিজ, আতঙ্কে এলাকাবাসী

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: কৈলাসহর পুর পরিষদের অন্তর্গত নেতাজি পল্লীর তিন নম্বর গলির প্রবেশমুখে অবস্থিত বেইলি ব্রিজটি বর্তমানে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ব্রিজটির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রতিদিন এই ব্রিজ দিয়েই পথচারী, স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও যানবাহন চলাচল করায় যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্রিজটির লোহার কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বেশ কিছু অংশে ফাঁটল দেখা দিয়েছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তবুও এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। স্থানীয়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই এলাকা দিয়ে চলাফেরা করছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে ব্রিজটি সংস্কার অথবা নতুন করে নির্মাণ করা হোক। পাশাপাশি, দুর্ঘটনা এড়াতে আপাতত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপেরও দাবি উঠেছে। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

রাতের অন্ধকারে জ্বালানি তেল পাচার, গ্রামবাসীর হাতে গাড়িসহ আটক ২০০ লিটার তেল

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: বিদ্যুৎ নিগমকে কায্যত ঘুমে রেখে রাতের অন্ধকারে গাড়ি বোঝাই করে জ্বালানি তেল পাচারের অভিযোগ উঠেছে যতনবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ অনুযায়ী, যতনবাড়ি ফাঁড়ি থানার নাকের ডগায় দীর্ঘদিন ধরেই এই পাচার বাণিজ্য চললেও পুলিশ ছিল বেখবর।

সোমবার রাতে যতনবাড়ি ৬৬ কেভি পাওয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে একটি গাড়িতে করে জ্বালানি তেল পাচার করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা তৎপর হয়ে গাড়িটি আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে প্রায় ২০০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ নিগমের জ্বালানি তেল পরিকল্পিতভাবে রাতের আঁধারে পাচার করা হচ্ছিল এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৈলাসহরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জীবনভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী শুরু

কৈলাসহর, ৩১ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে এক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে কৈলাসহরে। সোমবার থেকে কৈলাসহর শহরের রবীন্দ্র কানন প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া এই চিত্র প্রদর্শনী চলবে আগামীকাল পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এই তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে বাজপেয়ীজীর রাজনৈতিক জীবন, দেশসেবায় তাঁর অবদান এবং বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্ত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই চিত্র প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। প্রদর্শনীকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ক্রীড়া নৈপুণ্যে মেয়েরা কোন অংশেই ছেলেদের চেয়ে কম নয়: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: ফুটবল মাঠে এখন ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও সমানতালে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্রীড়া নৈপুণ্যে কোন অংশেই যে তারা ছেলেদের চেয়ে কম নয় তা ক্রমেই তারা স্পষ্ট করে তুলছে। আজ সন্ধ্যায় উমাকান্ত একাডেমি মাঠে চৌধুরী চরণ সিং মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছর নিয়মিতভাবে করার জন্য সংগঠকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং বৈকুণ্ঠনাথ তারক ভূষণ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (বিটিএম) এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উদ্বোধনী ম্যাচে গোমতী এবং ঊনকোটি জেলা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ম্যাচ শুরুর আগে রাজ্যপাল দুই দলের খেলোয়াড় এবং অফিশিয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি চৌধুরী চরণ সিং এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানও করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী এবং বিটিএম'র সভাপতি প্রণব রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে: জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: সোসাইটি ফর ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (সোসাইটি ফর টি.আর.ই.এস.পি.)-এর উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনে আজ একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের জনজাতিদের অর্থনৈতিকভাবে বিকাশ হওয়া সম্ভব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের জনজাতিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকল্পটি সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। টি.আর.ই.এস.পি. প্রকল্পটি আগামীদিনেও রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. শশীকু মার বলেন, টি.আর.ই.এস.পি. প্রকল্পটি ২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছে, যা ২০২৯ সালের জুন মাস অব্দি চলবে। এই প্রজেক্ট মূলত জীবিকাভিত্তিক, শিক্ষা এবং রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করছে। জীবিকাভিত্তিক ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি কৃষি, প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য চাষের জন্য রাজ্যের ৮টি জেলার ২৩টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস,

এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি ও সম্পাদক ঘোষণা

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ত্রিপুরা প্রদেশের প্রদেশ সভাপতি হিসেবে পুনঃ নির্বাচিত হয়েছেন প্রো. দেবরাজ পানিগ্রাহী। একই সঙ্গে প্রদেশ সম্পাদক হিসেবে নবনির্বাচিত হয়েছেন রবি শংকর হালদার।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্রসমাজের স্বার্থরক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং জাতীয় চেতনাবোধকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে নবনির্বাচিত নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় পক্ষের কোনও ভূমিকা নেই পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি নিয়ে চীনের মধ্যস্থতার দাবি নাকচ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলতি বছরের মে মাসে সংঘটিত সামরিক উত্তেজনা প্রশমনে চীনের মধ্যস্থতার দাবি স্পষ্টভাবে খারিজ করল ভারত। নয়াদিল্লির বক্তব্য, ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেই এবং ১০ মে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে দুই দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস-এর সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে।

ভারতীয় সূত্র জানিয়েছে, ''এই ধরনের দাবি আমরা আগেও খণ্ডন করেছি। ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের কোনও ভূমিকা নেই। বহুবারই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মে মাসের যুদ্ধবিরতি দুই দেশের ডিজিএমও-দের সরাসরি আলোচনার ফল।''

চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে দাবি করেন যে, বেজিং নাকি একাধিক বৈশ্বিক সংঘাতে মধ্যস্থতা করেছেতার মধ্যে মে মাসে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাও রয়েছে। তিনি বলেন, ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বছরই স্থানীয় যুদ্ধ ও সীমান্ত সংঘর্ষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। স্থায়ী শান্তি গড়তে চীন নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছে।'' একইসঙ্গে তিনি মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চল, ইরানের পরমাণু ইস্যু, ফিলিস্তিন-ইজরায়েল, কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সংঘাতের কথাও উল্লেখ করেন।

ভারতের মতে, চীনের এই দাবি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারাবাহিক বক্তব্যের পর নতুন করে 'ক্রেডিট নেওয়ার প্রতিযোগিতা'র অংশ। ট্রাম্পও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার দাবি করেছেন যে তিনি ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়েছেন।

ভারতীয় মহলে চীনের দাবিকে ভণ্ডামি বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় চীন প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে এবং তিন দিনের সংঘর্ষে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তাও দিয়েছে। ওই সময়ে ভারত পাকিস্তানের গভীরে ১১টি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানে, যেখানে চীনা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া, সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং সম্প্রতি বলেন, চীন এই সংঘর্ষকে কার্যত একটি ''লাইভ ল্যাব'' হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং পাকিস্তানকে রিয়েল-টাইম ইনপুট দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ''গত পাঁচ বছরে পাকিস্তান যে সামরিক সরঞ্জাম পাচ্ছে তার ৮১ শতাংশই চীনের। অন্য অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্ত্র পরীক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছে চীন।''

২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। এর জবাবে ভারত অপারেশন সিন্দুর চালিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে ন'টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে। এরপর ১০ মে দুই দেশের ডিজিএমও-দের সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

বনদপ্তরের এফসিএ ফান্ডে হাইওয়ে ফরেস্ট রেস্ট রুম নির্মাণ, উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: বনদপ্তরের এফসিএ ফান্ড থেকে হাইওয়ে ফরেস্ট রেস্ট রুম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার পাঁচটি হাইওয়ে ফরেস্ট রেস্ট রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এফসিএ ফান্ডের আওতায় মোট পাঁচটি হাইওয়ে ফরেস্ট রেস্ট রুমের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেগুলিরই উদ্বোধন করা হলো। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী অর্থবর্ষে আরও আটটি এ ধরনের ফরেস্ট রেস্ট রুম নির্মাণের জন্য বনদপ্তর প্রস্তুতি নিয়েছে।

PNIT NO:- 44/EE/RD/SNMD/ 2025-26, Dt. 30/12/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 05/01/2026 for 1 (One) no. Procurement work amounting to Rs 50,00,000.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3655/25

Executive Engineer RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

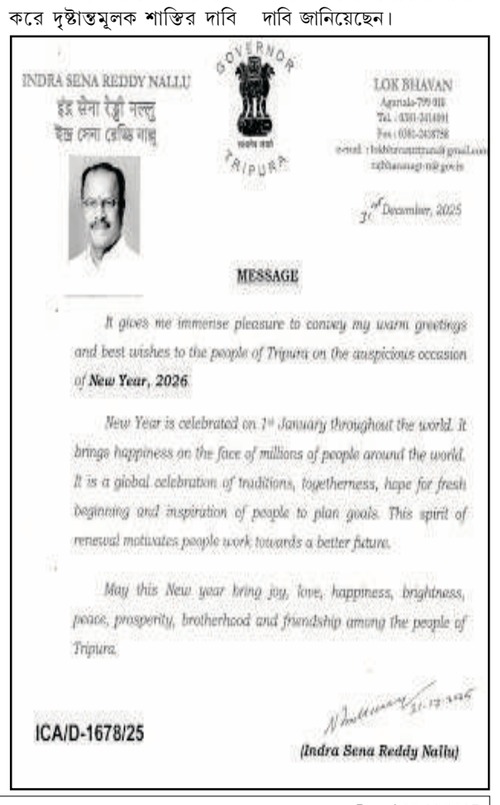

No.17/SBM/NP/DEV/2025-26, Dated-30.12.2025.

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the Executive Officer, Sabroom Nagar Panchayat from eligible and reputed Vendors/ Authorized Dealers/ Firms/ Govt. Suppliers for the "Supply, installation, Testing, and Commissioning (SITC) of an LED display Screen (outdoor)" for the Sabroom Nagar Panchayat as per the specification detailed below.

Requirement overview	Technical specifications	Scope of work	Number of LED display screen	Quoted rate including all taxe
Supply of LED Display Screen.	Size:-10ft(W) x 08ft(H), LED pixel & model:- P10 fix (Outdoor), LED Type:- SMD (3 in 1), Driver IC- ICN 2038s, Refresh Rate- z1920, Brightness- z5000 c d /m2, Software- NOVA STAR.	Supply, Installation, Testing, Commissioning.	1 (One) Unit.	Rs.....

Terms and condition:-
1. Warranty:- Minimum 2(Two) years comprehensive on-site warranty.
2. Delivery period:- Within 20(Twenty) days from the issuance of the Work-Order.
3. Eligibility:- Bidders must provide a valid GST registration, PAN card, Trade license and proof of at least 2 or 3 previous installation of similar scale.
4. Payment:- 90% after successful installation and 10% after 3(three) months of Trouble free operation.

Interested parties/ persons should submit their technical and financial bids in a sealed envelope marked "Quotation for 10x8 ft LED Screen" with a bid document and earnest money of Rs.10000/-(Rupees Ten thousand) only in the form of "Deposit-at-call or Bank draft" from any scheduled bank duly in favour of the Executive Officer, Sabroom Nagar Panchayat, South Tripura. Details as follows:-
1. Last date for submission of quotation/ Bid:- Up to 3.00 PM on 12.01.2026.
2. Time and date of opening of quotation/ Bid:- At 4.00 PM on 12.01.2026 if possible.
3. Address of submission of quotation/Bid:- O/O the Executive Officer, Sabroom Nagar Panchayat, Sabroom, South Tripura, Pin-799145.

The undersigned reserve the rights to reject any or all quotations without assigned there off.
ICA/C/3646/25

Executive Officer
Sabroom Nagar Panchayat Sabroom, South Tripura

বুধবার আগরতলায় একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানানো হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চিয়া সিড খাচ্ছেন ? নিয়ম না মানলে হতে পারে বিপদ

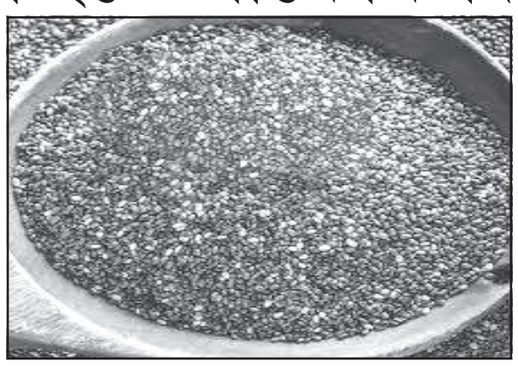

চিয়া সিড, একটি ছোট কালো বা সাদা দানা, সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বীজকে 'সুপারফুড' হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ক্যালসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। তবে, সবাই কি চিয়া সিড খেতে পারেন? এবং নিয়ম না মানলে এর কী ক্ষতি হতে পারে? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিয়া সিডের উপকারিতা

চিয়া সিড মূলত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার একটি উদ্ভিদ থেকে আসে। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো, হাড়ের স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং হজমশক্তি বাড়ানোর জন্য পরিচিত। প্রতি ২৮ গ্রাম (দুই টেবিল চামচ) চিয়া সিডে প্রায় ১১ গ্রাম ফাইবার, ৪ গ্রাম প্রোটিন এবং ৯ গ্রাম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। এছাড়া, এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। চিয়া সিড পানিতে ভিজিয়ে খাওয়া হলে এটি জেলের মতো হয়ে যায়, যা পেট ভর্তি রাখে এবং হজমে সহায়ক।

সবাই কি চিয়া সিড খেতে পারেন?

যদিও চিয়া সিড সাধারণত নিরাপদ, তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবার জন্য এটি সমানভাবে উপযুক্ত নাও হতে পারে। চিয়া সিডের উপকারিতা অনেক, তবে এটি অতিরিক্ত বা ভুলভাবে খাওয়া হলে সমস্যা হতে পারে। যাদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের চিয়া সিড খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের চিয়া সিড না খাওয়াই ভালো কারণ, চিয়া সিড রক্তচাপ কমাতে পারে, তাই যাদের ইতিমধ্যে নিম্ন রক্তচাপ রয়েছে, তাদের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। রক্ত পাতলাকারী ওষুধ সেবনকারী ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তকে পাতলা করতে পারে, যা ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিনের মতো ওষুধের সঙ্গে মিশে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।কিছু লোকের চিয়া সিডে অ্যালার্জি হতে পারে, যার ফলে ত্বকে ফুসকুড়ি, শ্বাসকষ্ট বা হজমের সমস্যা হতে পারে। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত চিয়া সিড খেলে ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা এই ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

নিয়ম না মানলে কী ক্ষতি হতে পারে?

চিয়া সিড খাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে না চললে বা অতিরিক্ত খেলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "চিয়া সিড প্রতিদিন ১-২ টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয়। এটি অবশ্যই জলে ভিজিয়ে খেতে হবে, কারণ শুকনো চিয়া সিড খেলে গলায় আটকে যাওয়ার বা হজমে সমস্যার ঝুঁকি থাকে।"

সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো হলো

হজমের সমস্যা: অতিরিক্ত ফাইবার গ্রহণের ফলে পেটে ব্যথা, ফোলাভাব বা ডায়রিয়া হতে পারে। যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) আছে, তাদের জন্য এটি বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

গলায় আটকে যাওয়া: শুকনো চিয়া সিড জলের সংস্পর্শে এলে ১০-১২ গুণ ফুলে যায়। শুকনো অবস্থায় খেলে এটি খাদ্যনালীতে আটকে যেতে পারে, যা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

ওষুধের সঙ্গে বিরোধ: চিয়া সিড রক্তচাপ বা রক্তে শর্করার ওষুধের কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। ক্যালোরি গ্রহণে বৃদ্ধি: চিয়া সিডে ক্যালোরি বেশি (প্রতি ২৮ গ্রামে ১৩৭ ক্যালোরি), তাই অতিরিক্ত খেলে ওজন বাড়তে পারে।

কীভাবে খাবেন চিয়া সিড?

পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন, চিয়া সিড জলে বা দুধে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে খাওয়া উচিত। এটি স্মুদি, দই, ওটমিল বা সালাদে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন ১৫-২৫ গ্রাম (১-২ টেবিল চামচ) খাওয়া নিরাপদ। গর্ভবতী মহিলা, শিশু বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিয়া সিড খাওয়া উচিত নয়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "চিয়া সিড একটি স্বাস্থ্যকর খাবার, তবে এটি কোনও জাদুকরী সমাধান নয়। সুষম খাদ্যের সঙ্গে এটি পরিমিতভাবে খাওয়া উচিত।" তিনি আরও বলেন, "যারা নতুন করে চিয়া সিড খাওয়া শুরু করছেন, তাদের অল্প পরিমাণে শুরু করে ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ানো উচিত, যাতে শরীর অভ্যস্ত হতে পারে।" চিয়া সিড স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও, এটি সঠিক নিয়মে এবং পরিমিতভাবে খাওয়া জরুরি। অতিরিক্ত বা ভুলভাবে খাওয়া হলে এটি হজমের সমস্যা, অ্যালার্জি বা অন্যান্য জটিলতার কারণ হতে পারে। বিশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সঠিক নিয়ম মেনে চিয়া সিড খেলে এটি আপনার খাদ্যাভ্যাসে একটি পুষ্টিকর সংযোজন হতে পারে।

শীত মানেই গাঁটে গাঁটে ব্যথা

বাতাসে হিমেল ভাব। রাত বাড়লেই পারদের মাত্রা কমছে। এমনকী ভোরের দিকে ঠান্ডা লাগছে রীতিমতো। আর এই ঋতু বদলের সন্ধিক্ষণেই দেখা দেয় গাঁটের ব্যথা। শুধু বাতের ব্যথা নয়, নানা কারণেই বাড়তে পারে হাত বা পায়ের গাঁটের ব্যথা। সঙ্গে শরীরে আলস্য ভাব। ক্লান্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এমনকী শীতকালে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলেও জয়েন্টে ভয়ানক ব্যথা হয়। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করলে বা হাঁটতে গেলে পায়ে টান ধরে। ঋতু বদলের এই মরসুমে ব্যথাবেদনায় ভোগার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। শুধু বয়স্করাই নয়, যেকোনও বয়েসেই দেখা দিতে পারে এই ব্যথা। এমন পরিস্থিতে নিজেকে ভালো রাখতে কী করবেন? চলুন জেনে নেওয়া যাক। ১. শরীর গরম রাখুন: শীতকালে পুরো শরীর এবং বিশেষ করে ব্যথার জায়গাগুলো গরম রাখুন। উলের পোশাক, মোজা এবং গ্লাভস ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমানোর সময় গরম কম্বল ব্যবহার করুন। ২. হিট থেরাপি ব্যবহার: ব্যথার জায়গায় গরম জলের সেঁক, হট ওয়াটার ব্যাগ, বা ইলেকট্রিক হিট প্যাড ব্যবহার করুন। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

৩. নিয়মিত হালকা ব্যায়াম: গাঁটের নমনীয়তা বজায় রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন। হাঁটা, সাঁতার বা যোগাভ্যাস খুবই উপকারী। তবে অতিরিক্ত ভারী ব্যায়াম এড়িয়ে চলুন। বা কাজ শুরু করার আগে গাঁটগুলোর হালকা স্ট্রেচিং করুন। এটি গাঁটের চারপাশের পেশিগুলোকে সচল রাখে এবং আকস্মিক ব্যথা হওয়া কমায়। ৫. ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের সঠিক ওজন বজায় রাখা জরুরি। কারণ অতিরিক্ত ওজন বিশেষ করে হাঁটুর গাঁটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

৬. পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান: শীতকালে জল কম পান করার প্রবণতা দেখা যায়, যা গাঁটের পিচ্ছিলতা কমাতে পারে। গাঁটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত জল পান করুন।

৭. প্রদাহ-বিরোধী খাবার: ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (যেমন মাছ, আখরোট), হলুদ এবং আদা খাদ্যতালিকায় রাখুন। এইগুলো গাঁটের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৮. ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম গ্রহণ: সূর্য্যের আলোর অভাবে শীতে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হয়। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন।

৯. সঠিক জুতো ব্যবহার: হাঁটার সময় পায়ের গাঁট এবং হাঁটুতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, তার জন্য আরামদায়ক এবং সঠিক মাপের জুতো ব্যবহার করুন। ১০. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন: গাঁটে বেশি ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে, সেই গাঁটকে কিছুটা বিশ্রাম দিন। তবে একেবারে নড়াচড়া বন্ধ করে দেবেন না, কারণ তাতে জড়তা বেড়ে যেতে পারে।

তামার পাত্রে হলুদ জল পান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, জানুন এর গুণাগুণ

তামার পাত্রে রান্না করা খাবার হোক বা এতে সংরক্ষিত জল, উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ তামার পাত্র ব্যবহার করে আসছে। বিশেষজ্ঞরাও বলেন, তামার পাত্রে সংরক্ষিত জল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই জল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। তামার পাত্রে রাখা জল হৃদয়, কিডনি এবং চোখের জন্যও উপকারী। এছাড়াও, এটির অ্যান্টি-এজিং প্রভাব রয়েছে, যা আপনাকে দীর্ঘদিন যুবক রাখতে সাহায্য করে। তবে, তামার পাত্রে হলুদ জল পান করার উপকারিতা আরও বেশি। হলুদের প্রাকৃতিক গুণাগুণ এবং তামার পাত্রের স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে এটি একটি অত্যন্ত উপকারী পানীয়ে পরিণত হয়। আসুন, তামার পাত্রে হলুদ জল পানের স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং এটি সঠিকভাবে পান করার নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানি।

তামার পাত্রে হলুদ জল পানের উপকারিতা

১. হজম শক্তি উন্নত করে

তামার পাত্রে সংরক্ষিত জল পান করলে হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয় এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তামা হজম এনজাইম উৎপাদনে সহায়তা করে, যা খাবার হজমে সহায়ক। এটি ফোলাভাব, গ্যাস এবং অম্বলের মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে। হলুদের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণ পাকস্থলীর প্রদাহ কমায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করে। হলুদ জল পান করলে পেটের অস্বস্তি দূর হয় এবং খাবারের পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

তামা একটি অপরিহার্য খনিজ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। তামার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে, হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক যৌগ শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম আরও শক্তিশালী হয়, যা ঠান্ডা, জ্বর এবং অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

৩. ত্বকের জন্য উপকারী- তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং বলিরেখা কমে। তামা শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি প্রতিরোধ করে, যা ত্বকের বার্ধক্য রোধে সহায়তা করে। এটি কোলাজেন উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, যা ত্বককে মসৃণ ও স্থিতিস্থাপক রাখে। হলুদের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ ত্বকের প্রদাহ, ব্রণ এবং কালো দাগ কমাতে সহায়তা করে। নিয়মিত এই জল পান করলে ত্বকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ত্বক সুস্থ থাকে। ৪. সংক্রমণ থেকে সুরক্ষাতামার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য জলকে বিশুদ্ধ করে এবং এতে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংস করে। তামার পাত্রে রাখা জল পান করলে শরীর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও, হলুদের অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণ শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই জল পান করলে জয়েন্টে ব্যথা এবং প্রদাহ কমে, বিশেষ করে বাতের সমস্যায় এটি উপকারী। ৫. হৃদয় ও কিডনির জন্য উপকারী তামার পাত্রে রাখা জল হৃদয়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। হলুদের কারকিউমিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। এছাড়াও, তামার জল কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। নিয়মিত এই জল পান করলে কিডনি সুস্থ থাকে এবং ইউরিনারি ইনফেকশনের ঝুঁকি কমে। ৬. অ্যান্টি-এজিং প্রভাব- তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কমায়। তামা এবং হলুদ উভয়ই শরীরের কোষের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং ত্বক, চুল এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। এটি শরীরকে দীর্ঘদিন যুবক ও সতেজ রাখতে সহায়তা করে। তামার পাত্রে হলুদ জল পানের সঠিক নিয়ম তামার পাত্রে হলুদ জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও এটি সঠিক নিয়মে পান করা অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত তামা শরীরে জমা হলে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত: পাত্র পরিষ্কার রাখুন: তামার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেবুর রস বা ভিনেগার দিয়ে পাত্র পরিষ্কার করলে তামার মরিচা পড়ার সম্ভাবনা কমে।

সময়সীমা মেনে চলুন: জল তামার পাত্রে বেশিক্ষণ রাখা উচিত নয়। সাধারণত ৬-৮ ঘণ্টা জল রাখার পর তা পান করা উপযুক্ত। রাতে জল রেখে সকালে খালি পেটে পান করা সবচেয়ে ভালো।

হলুদের পরিমাণ: এক গ্লাস জলে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। অতিরিক্ত হলুদ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

বিরতি নিন: টানা ১৫-২০ দিন তামার পাত্রে হলুদ জল পান করার পর ২-৩ দিনের বিরতি নিন। এটি শরীরে তামার অতিরিক্ত জমা হওয়া প্রতিরোধ করবে।

সারাদিন পান নয়: তামার পাত্রের জল সারাদিন পান করা উচিত নয়। দিনে একবার, বিশেষ করে সকালে খালি পেটে পান করাই যথেষ্ট।

সতর্কতা যাদের তামার প্রতি অ্যালার্জি আছে, তাদের এই জল পান করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তামার পাত্রে অ্যাসিডিক পদার্থ যেমন লেবুর জল বা ভিনেগার রাখা উচিত নয়, কারণ এটি তামার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

নিম্নমানের তামার পাত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। সর্বদা খাঁটি তামার পাত্র ব্যবহার করুন। তামার পাত্রে হলুদ জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক এবং কার্যকরী উপায়। এটি হজম শক্তি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। তবে, এর উপকারিতা পেতে সঠিক নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তামার পাত্রে হলুদ জল পানের অভ্যাস গড়ে তুলে আপনি সুস্থ ও সতেজ জীবনযাপন করতে পারেন। তবে, যেকোনো নতুন অভ্যাস শুরু করার আগে ডাক্তার বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি আপনার কোনো বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে।

কাঁচা দুধ না প্যাকেটের দুধ কোনটি ভালো

বাড়িতে কি প্যাকেটের দুধ আসে? না কি একেবারে খাটাল থেকে আনা কাঁচা দুধ? টেট্রা প্যাকের দুধ কখনও কিনে এনেছেন? দুধ খেলেই হল না, কেমন দুধ খাচ্ছেন, তার উপরেও নির্ভর করবে কতটা পুষ্টি শরীরে যাচ্ছে। কাঁচা দুধ ভাল, না প্যাকেটের, না কি টেট্রা প্যাকের, তা জেনে নিন।

ভারতীয় বাজারে দুধ তিনটি উপায়ে পাওয়া যায়।

প্রথমটি স্থানীয় মাধ্যম, অর্থাৎ গবাদি পশুপালন কেন্দ্র বা খাটাল থেকে সেই দুধ সরাসরি আপনার বাড়িতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ, যা বেশির ভাগ বাড়িতেই কেনা হয়। আর তৃতীয়টি টেট্রা প্যাকের।

কাঁচা দুধ কি সুরক্ষিত?

খাটাল থেকে সরাসরি যে কাঁচা দুধ আসছে বাড়িতে, তা কতটা পরিচ্ছন্ন, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। গরু বা মোষের দুধ, যা-ই খান না কেন, গবাদি পশুকে কী ভাবে পালন করা হচ্ছে, কী খাওয়ানো হচ্ছে, কেমন ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, যে পাত্রে দুধ আনা হচ্ছে সেটি কতটা পরিচ্ছন্ন, তার উপরে দুধের পুষ্টিগুণ নির্ভর করবে। কাঁচা দুধ আনলে তা খুব ভাল করে ফুটিয়ে তবেই খেতে হবে।

প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ

পাউচের দুধ তিন রকম হয় টোন্ড, ডবল টোন্ড এবং ফুল ক্রিম মিল্ক। সাধারণত পাউচের দুধে যে পুষ্টিগুণ থাকে না, তেমন নয়। তবে আজকাল বাজারে অনেক ভেজাল দুধও বিক্রি হচ্ছে। দীর্ঘ দিন প্লাস্টিকের মধ্যে দুধ তাজা রাখতে এমন রাসায়নিক ও কীটনাশক মেশানো হচ্ছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এই দুধ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয় না। ৭২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাত্র ১৫ সেকেন্ড ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করে প্যাকেটে ভরে দেওয়া হয়। এতে কিছু ব্যাক্টেরিয়া মরলেও, সব নির্মূল হয় না। তার উপরে দুধ তাজা রাখতে রাসায়নিকও দেওয়া হয় অনেক জায়গাতেই। কাজেই এই দুধ কিনলে তা খাঁটি কি না যাচাই করে নিতে হবে। আর খাওয়ার আগে দুধ ভাল করে ফোটাতে হবে।

টেট্রা প্যাক

এই দুধকে সবচেয়ে সুরক্ষিত বলেন পুষ্টিবিদেরা। টেট্রা প্যাকের দুধকে খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়। সাধারণত ১৩৫ থেকে ১৫৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তবেই প্যাকেটবন্দি করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানোর কারণে এই দুধ একেবারে বিশুদ্ধ হয়, কোনও রকম জীবাণু থাকে না। প্যাকেটে ঢালার আগে এই দুধ নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, ফলে টেট্রা প্যাকের দুধ খেলে ভরপুর পুষ্টিগুণ শরীরে যেতে পারে। যদি টেট্রা প্যাক ও পাউচের দুধের মধ্যে তুলনা করা হয়, তা হলে টেট্রা প্যাকের দুধ বেশি সুরক্ষিত। তবে পাউচের দুধের স্বাদ একটু বেশি। পাউচের দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে। কিনে আনার পরে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই এই দুধ খেয়ে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। আর টেট্রা প্যাকের মুখ না খোলা অবধি এই দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে না। তাই দীর্ঘ যাত্রার সময়ে বা ফ্রিজে রাখার সুবিধা না থাকলে টেট্রা প্যাকের দুধ কেনাই ভাল।

ত্বকের ট্যান দূর করতে পারে নারকেল তেল

ত্বকে এক বার ট্যান পড়লে, সহজে তা দূর করা যায় না। নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেও ত্বক ঝকঝকে করে তোলা যায় না। তাই ট্যান তুলতে ভরসা হতে পারে নারকেল তেল। এমনিতে চুলের যত্নে নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। রূপচর্চায় নারকেল তেলের ভূমিকা সত্যিই অনবদ্য। কিন্তু শুধু নারকেল তেল ব্যবহার করার চেয়ে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই ট্যানের দাগ সহজেই দূর হয়ে যায়।

নারকেল তেল ব্যবহার করে ট্যান তোলার উপায় রইল।

১) ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে একচিমটে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। তার পর উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে তিন বার ব্যবহার করুন।

২) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ২ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। ত্বকের যে যে অংশে রোদ লেগে কালচে ছোপ পড়েছে, সেখানে মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। সপ্তাহে দু'বার এই মিশ্রণ মাখলেই দাগ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করবে।

৩) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। যেন তেল এবং রস আলাদা না করা যায়। আঙুলের সাহায্যে রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ১৫ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। কিছু ক্ষণ পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'-তিন বার ব্যবহার করলেই ফল নজরে আসবে।

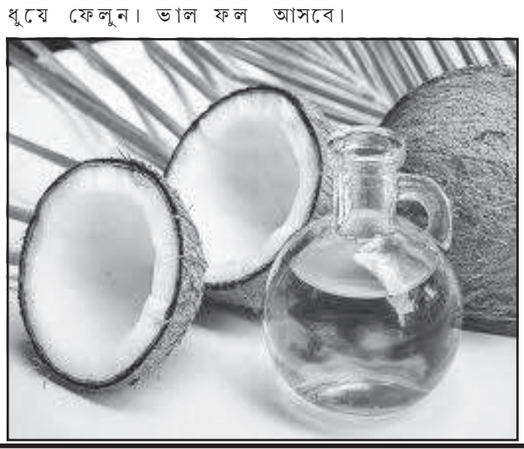

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করলে চুল রুক্ষ-খসখসে হবে না?

প্রতি দিন শ্যাম্পু করা মানেই চুলের যত্ন নেওয়া নয়। চুল ভাল রাখতে সিরামও ব্যবহার করে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সাময়িক ভাবে চুল ভাল থাকলেও চুলের যত্নের শেষ কথা নয়। অনেকেই বুঝতে পারেন না, আসলে চুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি। কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে এক দিন হলেও হেনা করা উচিত। তবে হেনা করলে অনেকেরই চুল রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়। তাই কী ভাবে হেনা করলে চুল নরম ও মসৃণ থাকবে এবং পাকা চুল ঢাকাও পড়বে, তা জেনে নিন। হেনা কী ভাবে ব্যবহার করবেন? ১) খানিকটা নারকেল তেলের সঙ্গে আধ কাপ হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঢিমে আঁচে ফুটতে দিন। তেল ফুটে উঠলে ছেঁকে রেখে দিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই তেল চুলে ও মাথার তালুতে মালিশ করতে পারেন। ২) সাধারণ চায়ের লিকারে পরিমাণ মতো হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এতে ৩-৪ চা

চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। এর পর তাতে ২ চ চামচ টক দই মেশান। চুলে এই মিশ্রণ লাগিয়ে রাখতে পারেন। আধ ঘণ্টা রেখে হালকা কোনও ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এই মিশ্রণের নিয়মিত ব্যবহার চুল নরম ও উজ্জ্বল রাখবে। ৩) সর্ষের তেলের সঙ্গে হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। চুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল ঘন ও কালো হবে। ৪) চুলের জেল্লা বাড়াতে সারা রাত হেনা গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে তার সঙ্গে পাকা কলা চটকে মিশিয়ে নিতে পারেন। এই হেয়ার প্যাক সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যবহার করলে চুল নরম হবে। চুলের জেল্লাও বাড়বে। ৫) মেথি এবং হেনা গুঁড়ো আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই মেথি ভাল করে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে হেনা পাউডার মিশিয়ে নিন। সঙ্গে অল্প পাতিলেবুর রস এবং সর্ষের তেল মিশিয়ে তালুতে লাগিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন।

বুধবার আগরতলায় স্মার্ট সিটির কাজকর্ম ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার।

জাতীয় জল ও শক্তি নিরাপত্তা জোরদারে বড় পদক্ষেপ

আপার সিয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাকসমীক্ষায় সম্মতি দিল অরুণাচলের কোমকার গ্রামের বাসিন্দারা

ইটানগর, ৩১ ডিসেম্বর : জাতীয় জল ও শক্তি নিরাপত্তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে অরুণাচল প্রদেশের আপার সিয়াং জেলার কোমকার গ্রামের বাসিন্দারা মঙ্গলবার আপার সিয়াং মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট-এর প্রাকসম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তুতের পক্ষে বিপুল সমর্থন জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই মেগা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১,০০০ মেগাওয়াট।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর-এর এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার কোমকার গ্রামের বাসিন্দারা অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন, যেখানে তারা ইউএসএমপি-এর পিএফআর প্রস্তুতির প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে ভারত সরকার এই প্রকল্পকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী ওজিং তাসিং, মারিয়াং-গেকু বিধায়ক ওনি পান্যাং, মুখ্য সচিব মনীশ কুমার গুপ্ত এবং অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

কোমকার গ্রামের মোট ২৫৭টি পরিবারের মধ্যে ২৪৫টি পরিবারঅর্থাৎ ৯৫ শতাংশেরও বেশি ঐকমত্যেএই চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানিয়েছে, যা পিএফআর-সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী জনসমর্থনের ইঙ্গিত দেয়।

এই উদ্যোগকে ইউএসএমপি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্য, পরিবেশগত ভারসাম্য ও সামাজিক সংবেদনশীলতার মধ্যে সমন্বয় রেখে সচেতন সম্মতি ও জনঅংশগ্রহণের মডেল গড়ে তোলা হয়েছে।

গ্রামের প্রতিনিধিরা জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে জানান, সিয়াং উপত্যকা ও আদি সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিই তাদের অগ্রাধিকার।

সিএমও সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগের জন্য গ্রামবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেনবিশেষত প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্ব, পরিবেশগত দিক ও জল-নিরাপত্তা প্রসঙ্গে।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাঁর বক্তব্যে কোমকারবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপার সিয়াং জেলায় প্রথম গ্রাম হিসেবে তারা পিএফআর সমীক্ষার পক্ষে আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানাল। এর আগে সিয়াং জেলার চারটি গ্রাম একই ধরনের সম্মতি দিয়েছিল।

তিনি স্পষ্ট করেন, বর্তমান সমঝোতা শুধুমাত্র প্রাকসম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রস্তুতিতেই সীমাবদ্ধ এবং সব প্রকল্প-প্রভাবিত পরিবার-এর পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ ও সম্মতি ছাড়া কোনও নির্মাণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী সিয়াং নদীর উজানে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের ফলে জলপ্রবাহ কমে যাওয়া বা গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কার কথাও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, পরিবেশগত প্রবাহ বজায় রাখা ও আঞ্চলিক জল-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও তিনি সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারের অনুমোদিত ৩৫০ কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

কোমকার গ্রামকে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত করতে একটি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠনের আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্য সচিব মনীশ কুমার গুপ্ত কোমকার গ্রামের ঐক্য ও দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করে একে জাতি গঠন ও আঞ্চলিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিধায়ক ওনি পান্যাং বলেন, এই ঐকমত্য গ্রামবাসীর পরিপক্কতা ও সমষ্টিগত প্রজ্ঞার প্রতিফলন এবং জেলায় অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

মন্ত্রী ওজিং তাসিং জানান, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর এই মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইউএসএমপি প্রকল্পটি অরুণাচল প্রদেশ ও আসামের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা এবং নিম্ন অববাহিকার ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ই-কমার্সে নতুন দিগন্ত খুলছে ওএনডিসি: বললেন পীযূষ গোয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি) দেশের ই-কমার্স ক্ষেত্রকে আমূল বদলে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল। তিনি জানান, ডিজিটাল বাণিজ্যকে গণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতেই ওএনডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় পীযূষ গোয়াল বলেন, গত চার বছরে ওএনডিসি পণ্য ও পরিষেবাউভয় ক্ষেত্রেই ই-কমার্সকে গণতান্ত্রিক করেছে। উন্মুক্ত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং উদ্ভাবন ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই উদ্যোগ দেশের ডিজিটাল বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

তিনি আরও বলেন, ওএনডিসি ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে আস্থা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন ক্রেতা ও বিক্রেতাউভয় পক্ষই। বিশেষ করে ছোট দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল বাজারের সঙ্গে যুক্ত করে সকলের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার আরও প্রসারিত হয়েছে।

২০২২ সালে চালু হওয়া ওএনডিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবা বিনিময়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বিক্রেতা, ক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওএনডিসির মাধ্যমে ভারতের ই-কমার্স ক্ষেত্র আরও স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠছে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে।

ওড়িশা উপকূলে একই লঞ্চার থেকে পরপর দুই 'প্রলয়' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ, ডিআরডিওকে অভিনন্দন রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি/চাঁদিপুর, ৩১ ডিসেম্বর : প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) ওড়িশা উপকূলে একই লঞ্চার থেকে দ্রুত পরপর দুইটি 'প্রলয়' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল সালভো উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ব্যবহারকারী মূল্যায়ন পরীক্ষার (ইউজার ইভ্যালুয়েশন ট্রায়াল) অংশ হিসেবে এই উড্ডয়ন পরীক্ষা পরিচালিত হয়।

মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, উভয় ক্ষেপণাস্ত্রই নির্ধারিত গতিপথ অনুসরণ করে এবং সমস্ত উড্ডয়ন লক্ষ্য পূরণ করে। চাঁদিপুরে অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ (আইটিআর)-এর ট্র্যাকিং সেন্সরগুলির মাধ্যমে এই সাফল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের শেষ পর্যায়ের ঘটনাগুলি প্রভাবস্থলের কাছে মোতায়েন জাহাজে স্থাপিত টেলিমেট্রি সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

'প্রলয়' একটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সলিড প্রপেল্যান্টভিত্তিক কোয়াজি-ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। আধুনিক গাইডেন্স ও ন্যাভিগেশন ব্যবস্থার সাহায্যে এটি অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই ক্ষেপণাস্ত্র বিভিন্ন ধরনের ওয়ারহেড বহন করে নানা লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

হায়দরাবাদের রিসার্চ সেন্টার ইমারত-এর নেতৃত্বে অন্যান্য ডিআরডিও ল্যাবরেটরির সহযোগিতায় 'প্রলয়' ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়ন করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য দুইটি ডেভেলপমেন্ট-কাম-প্রোডাকশন পার্টনারের মাধ্যমে সিস্টেমগুলির সমন্বয় করা হয়।

'এক সন্তানেই থামবেন না, ২—৩টি সন্তান নিন'হিন্দু দম্পতিদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর : আসামে জনসংখ্যা ও পরিচয় রাজনীতি ঘিরে চলমান বিতর্কে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি হিন্দু দম্পতিদের এক সন্তানে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্তত দুই থেকে তিনটি সন্তান নেওয়ার আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশি, অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তা ক্রমশ কমছে। তাঁর কথায়, "ধর্মীয় সংখ্যালঘু-প্রধান এলাকায় সন্তানের জন্মের হার বেশি। হিন্দুদের মধ্যে সেই হার কমে যাচ্ছে। এই পার্থক্য স্পষ্ট।"

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "তাই আমরা হিন্দু জনগণকে বলছি, এক সন্তানেই থামবেন না। অন্তত দু'টি সন্তান নিন। যাঁরা পারেন, তাঁরা তিনটি সন্তানও নিন।" একইসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, "আমরা মুসলিমদের বলি, যেন সাত-আটটি সন্তান না নেয়। আর হিন্দুদের বেশি সন্তান নেওয়ার অনুরোধ করি। না হলে হিন্দু সমাজের ঘর দেখভালের মতো মানুষ থাকবে না।"

এর আগে, গত ২৭ ডিসেম্বর, রাজ্যের জনসংখ্যাগত প্রবণতা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৭ সালের জনগণনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত 'মিয়া' মুসলিমদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশে পৌঁছতে পারে। তিনি জানান, অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ওই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২১ শতাংশ, যা ২০১১ সালের জনগণনায় বেড়ে ৩১ শতাংশে দাঁড়ায়।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য, "তাদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশি হবে। এমন দিন দূরে নয়, যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে আসামি জনগণের অনুপাত ৩৫ শতাংশের নিচে নেমে যাচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের দিক থেকে প্রায়ই বলা হয়, উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করে বাংলাদেশে যুক্ত করা উচিত। তাদের যুদ্ধ করতে হবে না। একবার যদি তাদের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উত্তর-পূর্ব ভারত তাদের হাতে চলে যাবে।"

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের এক মুখপাত্রের মুসলিমদের জন্য ৪৮টি বিধানসভা আসন সংরক্ষণের দাবি প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, ওই বক্তব্যের পরও কংগ্রেস কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "বিজেপি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আসামি জনগণের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলে। অথচ কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের দাবি তোলে।" তাঁর সংযোজন, "কংগ্রেসের গোটা ইকোসিস্টেমই ওই জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য আসামে অভিবাসন, পরিচয় ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ককে আরও তীব্র করল। বিশেষত, বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত অতীত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে রাজ্যে মতভেদ অব্যাহত রয়েছে।

নতুন ই-রিক্সা ও অটোর পারমিটের বিরোধীতায়

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অটো রিক্সা রয়েছে শহরে। ফলে শ্রমিকদের রোজগার কমছে, যানজট বাড়ছে। এছাড়াও গত দুই মাসে বাজাজ কোম্পানি বেআইনিভাবে পাঁচ শতাধিক ব্যাটারিচালিত অটো রিক্সা বিক্রি করেছে। শ্রমিকদের পারমিট পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হলেও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের এখনও পারমিট দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় বাজাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে শ্রমিক সংগঠন।

এদিকে, পরিবহন ভবনের সামনে বিক্ষোভের পর কাশিপুরে বাজাজ কোম্পানির অটো শোরুম ঘেরাও করে সংগঠনের কর্মীরা। তাদের দাবি, বৈধ পারমিট ছাড়া ওই শোরুমে আর কোনও অটো বিক্রি করা যাবে না। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে শোরুমের আধিকারিককে শোরুমে তালা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবহন দপ্তরকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ইংরেজি নববর্ষ রাজ্যপালের

● প্রথম পাতার পর

চেতনা মানুষকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। নতুন বছর ত্রিপুরাবাসীর জীবনে আনন্দ, ভালবাসা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বার্তা বয়ে আনুক"।

ভারত-বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

প্রায় চার ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত এই সফর ছিল আগস্ট ২০২৪-এ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর কোনো ভারতীয় মন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। কূটনৈতিক মহলে এ সফরকে আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ জোরদারের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংসদ ভবন চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচির ফাঁকে অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাদের মতো জয়শঙ্করও তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ ১৭ বছর যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকার পর সম্প্রতি দেশে ফেরেন তারেক রহমান। জয়শঙ্কর জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত একটি চিঠি তারেক রহমানের হাতে তুলে দেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জয়শঙ্কর লেখেন, ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানিয়েছি। বেগম খালেদা জিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আমাদের অংশীদারিত্বের বিকাশে পথ দেখাবে, আস্থা প্রকাশ করেছি।

ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ যিনি ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, জয়শঙ্কর খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারত সরকার ও জনগণের শোকবার্তা জানান এবং গণতন্ত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দেন। তিনি বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পর ভারত—বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

হামিদুল্লাহ আরও বলেন, পারস্পরিক স্বার্থ, বাস্তববাদ ও পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে দুই দেশ একটি নতুন অধ্যায় রচনার প্রত্যাশা করছে, এ বিষয়টি জয়শঙ্কর ও তারেক রহমানের আলোচনায় সংক্ষেপে উঠে আসে।

এই বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং বিএনপির শীর্ষ নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় পক্ষ থেকে বৈঠকটি নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাদের মতো জয়শঙ্কর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

সংসদ ভবন চত্বরে আঞ্চলিক নেতারা একত্রিত হলে জয়শঙ্কর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার আয়াজ সাদিকের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সৌজন্য বিনিময় করেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। মে মাসে চার দিনের সংঘর্ষের পর এটিই ছিল ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ৭ মে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে ভারত হামলা চালায়। এর পর স্বল্পস্থায়ী কিন্তু তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়, যা ১০ মে উভয় দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের সমঝোতায় থামে।

এ ছাড়া জয়শঙ্কর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিথা হেরাথ, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মা, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডি.এন. ধুঙ্গিয়েল এবং মালদ্বীপের মন্ত্রী আলী হায়দার আহমেদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ঢাকায় খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে লাখো মানুষ অংশ নেন। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে টানা আন্দোলনের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। তারেক রহমানের দেশে ফেরার কয়েক দিনের মাথায় মঙ্গলবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে খালেদা জিয়া মারা যান।

সংসদ ভবনের সামনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং আশপাশের সড়ক ও এলাকায় শোকাহত মানুষের ঢল নামে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বেসামরিক ও সামরিক শীর্ষ কর্মকর্তারা জানাজায় অংশ নেন। পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে তার স্বামী, সাবেক সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।

স্বামীর কবরের পাশেই সমাহিত খালেদা জিয়া

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ভারতের জনগণ ও সরকারের সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।"

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বুধবার সকাল প্রায় ৭টা থেকে জানাজার জন্য মানুষের সমাগম শুরু হয়। এতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বড় অংশ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা ট্রিবিউন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসও জানাজায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

জানাজায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা, ঊর্ধতন বেসামরিক ও সামরিক আধিকারিকরা, পাশাপাশি খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা।

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বাস, ট্রাক, ট্রেন, ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলে করে ঢাকায় আসেন। বিকেল ২টা নাগাদ ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার ও আশপাশের এলাকাতেও মানুষের ভিড় ছড়িয়ে পড়ে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে।

ভারতের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশও শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ঢাকায় পাঠিয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণের জন্য।

বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক

● প্রথম পাতার পর

প্রজন্মের তপস্যা ও সংগ্রাম, সাধু-সন্তদের আশীর্বাদ এবং ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিশ্বাসের ফল। আজ প্রতিটি রামভক্তের হৃদয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ। জয় জয় শ্রী রামচন্দ্র!"

অভিযোগ ভিলেজ

● প্রথম পাতার পর

জনজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং সকল জনজাতির প্রধান ভাষা ককবরক নয়। মগ ও মিজোসহ একাধিক জনজাতি সাধারণত ককবরক ব্যবহার করে না বলেও তারা উল্লেখ করেন।

এছাড়াও এদিন সংগঠনের প্রধান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার কাছে আবেদন জানান, সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুকুমার দেববর্মার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। তাদের বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে।

ফরিদাবাদে চলন্ত ভ্যানে

● প্রথম পাতার পর

জানান, ঘটনার আগের দিন রাত প্রায় ৮টা ৩০ মিনিটে ওই মহিলা তাঁকে ফোন করে বলেন, মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর তিনি এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন। কিন্তু এরপরই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নির্যাতিতা বিবাহিত, তাঁর তিনটি সন্তান রয়েছে এবং পারিবারিক বিবাদের কারণে তিনি স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপরাধে ব্যবহৃত ভ্যানটিও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সিবিএসই পরীক্ষার সূচীতে

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের তরফে আরও জানানো হয়েছে, পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি ও অন্যান্য নির্দেশিকা যথাসময়ে সিবিএসই-র সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

● প্রথম পাতার পর

আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিলোনীয়ায় ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার ০.২২ একর জমি বিনামূল্যে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরকে দিয়েছে। পূর্ত (জল সম্পদ) দপ্তরের ৩টি অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশনের রক্ষনাবেক্ষন এবং তথ্য সমন্বয় নিশ্চিতকরণের জন্য ভারতের আবহাওয়া দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সময় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, এটি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। অত্যাধুনিক এই র‍্যাডার ব্যবস্থার ফলে কৃষি, জল সম্পদ, বিদ্যুৎ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। এই ডপলার ওয়েদার র‍্যাডারটি আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এটি স্টেট অব দা আর্ট ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার হয়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন।

বুধবার আগরতলায় এআইডিএসওর উদ্যোগ এক গণ অবস্থান পালন করা হয়।

উত্তরাখণ্ডে ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রের মৃত্যু, অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: উত্তরাখণ্ডে পাঠরত ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্র এঞ্জেল চাকমাকে মারধর এবং পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তিপ্রা মথা দল। এই ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে দলটি।

বুধবার আগরতলার চন্দ্র মহলে তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা রাজেশ্বর দেববর্মা, সি কে জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজেশ্বর দেববর্মা অভিযোগ করেন, প্রথমদিকে উত্তরাখণ্ড পুলিশের তরফে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে মামলা নিতে অনীহা প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মার হস্তক্ষেপে পুলিশ বাধ্য হয়ে মামলা গ্রহণ করে। তিনি বিষয়টি নিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন।

রাজেশ্বর দেববর্মা আরও জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও যুব সংগঠন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচারিত হওয়ায় সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলেই শেষ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ড পুলিশ মামলা গ্রহণে বাধ্য হয়।

সংবাদিক সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিপ্রা মথা দলের নেতারা।

দূষিত পানীয় জল পান করে ইন্দোরে মৃত্যু ৫, অসুস্থ ৩৫-র বেশি; ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল/ইন্দোর, ৩১ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার ভগীরথপুরা এলাকায় দূষিত পানীয় জল পান করার ফলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বমি ও ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে ৩৫ জনের বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মোহন যাদব নিহতদের পরিবারের জন্য প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন ক্ষতিপূরণ (এক্স-গ্রেশিয়া) ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, অসুস্থদের যথাযথ ও মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে এক জন জোনাল অফিসার ও এক জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ারকে পরিষেবা থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

ঘটনার তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে এবং চিকিৎসা ও তদন্তের কাজ জোরকদমে চালানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, পানীয় জলের উৎস ও সরবরাহ ব্যবস্থার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে দূষণের প্রকৃত কারণ দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিপজ্জনক মাটির ঘরে দিন কাটাচ্ছেন স্বামীহারা মহিলা, সরকারি ঘরের জন্য আবেদন

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের কলিরাম পাড়ার বাসিন্দা বিপদরানী জমাতিয়া দীর্ঘদিন ধরে এক বিপজ্জনক মাটির ঘরে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। জরাজীর্ণ ওই মাটির ঘরটি যেকোনো সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে, প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে স্বামীহারা এই মহিলাকে।

অভাব-অনটনের সংসারে একার পক্ষে নতুন ঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয় বিপদরানীর। তাই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তিনি রাজ্যের মন্ত্রী কিশোর বর্মনের কাছে সরকারি ঘর বরাদ্দের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, দ্রুত সরকারি সহায়তা না পেলে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এলাকাবাসীরও দাবি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং বিপদরানী জমাতিয়াকে একটি পাকা সরকারি ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন উদ্ধার, প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল এডিনগর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর:ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া সোনার চেইন উদ্ধার করে আদালতের নির্দেশে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল এডিনগর থানার পুলিশ। সঞ্জয় সাহার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কিছুদিন আগে সংঘটিত একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় তদন্ত শুরু করে এডিনগর থানার পুলিশ এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে স্বর্ণের চেইনটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বুধবার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী উদ্ধার হওয়া সোনার চেইনটি প্রকৃত মালিক সঞ্জয় সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে এডিনগর থানার ওসি সুশান্ত দেব জানান, তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকেই ছিনতাই হওয়া চেইনটি উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ধৃতরা জেল হাজতে রয়েছে।

দীর্ঘদিন পর নিজের সোনার চেইন ফিরে পেয়ে অত্যন্ত খুশি সঞ্জয় সাহা ও তার পরিবারের সদস্যরা। তারা পুলিশের এই দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করে জানান, এ ধরনের পদক্ষেপে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। উল্লেখ্য, এই ছিনতাই কাণ্ডের তদন্তে এডিনগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

আরাধনা সাংস্কৃতিক সংস্থার ২৮তম মেলা ও প্রদর্শনী আগামী ২ রা জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: আরাধনা সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ত্রিপুরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত ২৮তম মেলা ও প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বড়গোলে। বুধবার বিকেল চারটায় মেলা প্রাঙ্গণে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি রমা কান্ত নাথ, সম্পাদক তথা কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নিহারেন্দু নাথ, প্রদীপ নাথ ও রাজিব নাথ সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তা কমিটির কর্মকর্তারা জানান, ইংরেজি নতুন বছরের ২ রা জানুয়ারি থেকে 'আরাধনা সংস্কৃতি সংস্থার' ২৮ তম মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও যুব বিষয়ক ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। মেলা চলবে পাঁচদিন ব্যাপি। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রাস করে রেখে আমাদের সমাজকে। ফলে বিলুপ্ত হচ্ছে দেশীয় বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি। আর এই লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এই সংস্থার লড়াই দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে চলছে। লালন ফকির, গজল, ভাটিয়ালি, ধামাইল গানকে বাঁচিয়ে রাখতেই মূলতঃ এই সংস্থার জন্ম হয়েছিল এবং প্রতি বছরই তারা এই মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে থাকে। তাছাড়াও বর্তমানে অত্যাধুনিক পদ্ধতি ও মেশিন তৈরি হওয়ার ফলে হাল চাষ থেকেও দেশীয় সামগী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সেদিকেও তারা নজর দিয়ে বিভিন্ন হাল সামগ্রী এবং গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে প্রদর্শনীর জন্য ছন দিয়ে ঘর তৈরি করেছেন। মঞ্চ তৈরিতেও ছন ও বাঁশ দিয়ে কারুকার্য করা হয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন আলপনার মাধ্যমে শিল্পীদের নিপুন শিল্পকলা। তাছাড়া মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের স্টল বসানো হয়। সর্বোপরি এই মেলাকে ঘিরে শুধু উত্তর ত্রিপুরা নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক শতাধিক রং বেরঙের দোকান বসে। প্রতিদিন হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে মেলা ভাঙ্গন হয়ে ওঠে এক মিলন স্থল।

নাসিক—সোলাপুর ছয় লেন এক্সপ্রেসওয়ে-সহ দুই জাতীয় সড়ক প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মোট ২০,৬৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দুইটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকল্পটি হল নাসিক—সোলাপুরের মধ্যে নির্মিত হতে চলা ছয় লেনের, সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়ে, যা বিল্ড—অপারেট—ট্রান্সফার (বিওটি) মডেলে বাস্তবায়িত হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, "এই করিডরটি 'বিকশিত ভারত গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে মুম্বই ও চেন্নাইকে সংযুক্তকারী রুটের ক্ষেত্রে। ১৯,১৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই প্রকল্পটি আহিল্যা নগর ও ধারাশিব-সহ একাধিক শিল্পকেন্দ্রকে যুক্ত করবে এবং আগামী দুই বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা।"

এই এক্সপ্রেসওয়েতে থাকছে ২৭টি বড় সেতু, ১৬৪টি ছোট সেতু এবং ৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি এলিভেটেড ভায়াডাক্ট। ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার গতির জন্য নকশা করা এই সড়ক যাতায়াত দূরত্ব প্রায় ১৪ শতাংশ কমাবে এবং চেন্নাই থেকে সুরত যাত্রার সময় প্রায় ৪৫ শতাংশ হ্রাস করবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এই করিডর রেলস্টেশন, বিমানবন্দর এবং গতি শক্তি অর্থনৈতিক নোডগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মাল্টিমোডাল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।

নাসিক—সোলাপুর করিডরটি মহারাষ্ট্রের এই দুই শিল্পনগরীর মধ্যে যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে, লজিস্টিক্স ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করবে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ জোরদার করবে। প্রকল্পটির ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের কাজ অনেকটাই আগেভাগে সম্পন্ন করা হবে, যাতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কমে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও নিশ্চিত ও পূর্বানুমেয় হয়। অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পগুলি আরও 'ব্যাঙ্কেবল' হয়ে উঠবে।

মন্ত্রিসভা যে দ্বিতীয় প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে, সেটি হল ওড়িশার জাতীয় সড়ক ৩২৬-এর প্রশস্তকরণ। ১,৫২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের লক্ষ্য আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। এই সড়ক উন্নয়নের ফলে খনিজ-সমৃদ্ধ কিন্তু পরিকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের পাশাপাশি বিশেষ ধরনের কফি চাষের মতো নতুন খাতও এর মাধ্যমে বাজারে সহজে পৌঁছনোর সুযোগ পাবে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, বর্তমান পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ শুধু সড়ক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। রেল, বিমানবন্দর ও বন্দর ক্ষেত্রেও একযোগে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যাতে সমন্বিত লজিস্টিক্স কৌশলের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যয় কমানো যায় এবং সরবরাহ শৃঙ্খল আরও কার্যকর হয়।

যান দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর : আগরতলা জিঞ্জার হোটেল সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, গাড়ি চলাকালীন হঠাৎ স্টিয়ারিং লক হয়ে যাওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এর ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পরিস্থিতি সামাল দেন। খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের দুঃসাহসিক চুরি, বনদপ্তরের অফিসে হানা চোরের

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর : ফের এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এবার কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুরি বনদপ্তরের অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা অফিস থেকে একটি কম্পিউটার ও প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। সকালে অফিসের কর্মীরা এসে তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান এবং ভেতরে ঢুকে কম্পিউটার ও নগদ টাকা উধাও থাকার বিষয়টি নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কাকড়াবন থানায় জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। চোরদের সন্ধানে ডগ স্কোয়াডও নামানো হয়। ঘটনাকে ঘিরে বনদপ্তরের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, সরকারি অফিস হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, যার সুযোগ নিয়েই চোরেরা এই দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটিয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার সরস মেলায় ট্রেস্প স্টলের উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী সন্তানা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ ডিসেম্বর: বিশ্বব্যাংক সহায়তাপ্রাপ্ত ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত বিশ্ববন্ধু সেন স্মৃতি সরস মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততার এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

মেলায় ট্রেস্প—এর স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমতী সন্তানা চাকমা। তিনি নারী উৎপাদক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের উৎপাদিত স্থানীয় পণ্যের মান ও বিপণন দক্ষতার প্রশংসা করেন। এই উদ্যোগ নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছে।

দাসদা, জামপুই হিলস, দামছড়া, লালজুড়ি ও পেঁচারথল এলাকার বিভিন্ন উৎপাদক গোষ্ঠী মেলায় অংশ নিয়ে তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করে ব্যাপক সাড়া পায়। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদক গোষ্ঠীগুলি বাজার সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নতুন জীবিকাভিত্তিক সুযোগ লাভ করেছে।

ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, উত্তর ত্রিপুরা—র উদ্যোগে এবং টি আর ই এস পি, ডি পি এম ইউ , ও বি পি এম ইউ টিমের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। সরস মেলায় ট্রেস্প—এর এই অংশগ্রহণ উত্তর ত্রিপুরার আদিবাসী ও নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আগামী কাল সমাপ্তি হবে জেলা ভিত্তিক সরস মেলা।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে ঋষ্যমুখে জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ হয় ডিসেম্বর: বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন, আক্রমণ এবং হিন্দু যুবক দীপু দাসকে নৃশংস ভাবে হত্যা এবং সর্বোপরি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যে।

প্রতিদিনের রাজ্যের কোথাও কোথাও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের এবং হিন্দু নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে এবং বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের পদত্যাগের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি জারি থাকে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ঋষ্যমুখ খন্ডের উদ্যোগে জয়কাত পুর বাজারে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তের রাজ্য বিধি প্রান্ত প্রমুখ সুভাষ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আজকের এই কর্মসূচির মাধ্যমে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবী জানানো হয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত। এছাড়াও বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মোঃ ইউনুসের কুশপুত্তলিকাতে জুতার মালা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে জয়কাতুর বাজারে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এইদিনের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এই মিছিল ও সভায় জনগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। আজকের এই কর্মসূচি সম্পর্কে তুলে ধরেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ত্রিপুরা বিধি প্রান্ত প্রমুখ সুভাষ মজুমদার।

নতুন বছরে নতুন ত্রিপুরার গড়ার জন্যে সকলের সহযোগিতার আহবান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: নতুন বছরে নতুন ত্রিপুরা গড়ার কাজে সকলকে মনোযোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। আজ ২০২৫ ইংরেজি সালের শেষ দিনে বিগত বছরকে বিদায় জানিয়ে এবং ২০২৬ ইংরেজি বর্ষকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এই আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ত্রিপুরা গঠন করতে হলে শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ কাজে রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সার্বিক সহযোগিতা নিয়েই সরকার নতুন ত্রিপুরা গঠনের কাজে এগিয়ে যাবে বলে এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই মার্গ দর্শনকে পাথেয় করে আমরাও নতুন ত্রিপুরা গঠনের জন্য এগিয়ে যেতে চাই। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে আসতে হবে। নতুন ত্রিপুরা বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে বলেও এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইংরেজি বর্ষের শেষ দিনে বলেন বিগত দিন গুলিতে আমরা কি কাজ করেছি এবং নতুন বছরে আমরা কি কাজ করব তার আজ আলোচনা পর্যালোচনা করা হবে। জনগণকে সাথে নিয়েই সরকার নতুন বছরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে দেশের উন্নয়নে এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করতে চায়। এদিন তিনি রাজ্যবাসী দেশবাসী সহ সকল অংশের জনগণকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সিপাহীজলা জেলার পুর এলাকাগুলির নির্বাচনী এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা পুর আইন, ১৯৯৪ এবং ত্রিপুরা পুর (নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ) বিধিমালা, ১৯৯৪-এর বিধান অনুসারে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় পুর পরিষদ, মেলাঘর পুর পরিষদ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের পুর এলাকাগুলির নির্বাচনী এলাকা (ওয়ার্ড) চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনী এলাকা (ওয়ার্ড) নির্ধারণের খসড়াটি গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দাবি ও আপত্তি জানানোর জন্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

হাওড়া নদীর অববাহিকা উন্নয়নে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন মেয়রের

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: হাওড়া নদীর অববাহিকা উন্নয়নে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে চলমান কাজের অগ্রগতি আজ খতিয়ে দেখলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন এবং আধিকারিকদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

মেয়র জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি নদী পরিষ্কারকরণ, সবুজ স্থান তৈরি, হাঁটার পথ, সাইকেল লেন এবং খেলার মাঠ গড়ে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জল পরিশোধন এবং নদীর তীরবর্তী এলাকাকে আকর্ষণীয় স্থানে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে বিনোদন ও পর্যটনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরও জানান, বটতলা থেকে দশমীঘাট পর্যন্ত অংশে এই উন্নয়নমূলক কাজ চলবে। ওই এলাকায় আলোকসজ্জা, খাদ্য স্টল, পার্কসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাযুক্ত করা হবে। পাশাপাশি ওই এলাকার অবৈধ দখলদার দোকানগুলিকেও উচ্ছেদ করা হবে। সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন মেয়র।

পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডি কে চাকমা, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিকসহ পুর নিগম ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অন্যান্য আধিকারিকরা।

ত্রিপুরায় এসএএসসিআই প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে বৈঠক

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর : আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হল ঘরে রাজ্যগুলিকে মূলধন বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সহায়তা (স্পেশাল এসিস্টেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট) প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও চলমান কাজের পর্যালোচনা সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিবহন দপ্তরের সচিব ও কমিশনার, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব, গ্রামোন্নয়ন ও জল সম্পদ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার, পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার, ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারসহ পরিবহন দপ্তরের ৮ (আট)টি জেলার অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে এসএএসসিআই-এর আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সময়ানুবর্তিতা, আর্থিক ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চলমান কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে জোর দেন, যাতে মূলধন বিনিয়োগ সহায়তার সর্বোচ্চ সুফল রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, এসএএসসিআই উদ্যোগ ত্রিপুরার পরিকাঠামো মজবুত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সার্বিক ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য দুই পরিবার, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দুটি অসহায় পরিবার। করবুক মহকুমার অন্তর্গত ছিলাছড়ি ব্লকের আইলমারা এলাকায় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলাকালীন ভেঙে পড়েছে তাদের বসতবাড়ি। ফলে মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে বর্তমানে খোলা আকাশের নিচেই দিন কাটাচ্ছেন ওই পরিবার দুটি।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটির সদস্য সাথই মগ ও সালং মগ। বাড়িঘর সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় তারা রাস্তার পাশেই নিজেদের সামান্য আসবাবপত্র রেখে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানেই রান্নাবান্না করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত কাটাতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে শিশু ও বৃদ্ধ সদস্যদের নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে পরিবারগুলির।

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য অস্থায়ী আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের মতো বড় প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন নিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব কি আদৌ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে?

এঞ্জেল চাকমার খুনের সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: এঞ্জেল চাকমার খুনের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বটতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অলইন্ডিয়াডিএসও রাজ্য কমিটি।

বিক্ষোভ চলাকালীন সংগঠনের সদস্যরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান তোলেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান। তাদের অভিযোগ, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ৯ ডিসেম্বর সংঘটিত ভয়ংকর হামলার পর গত ২৬ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হলো ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার মাছমারার কৃতি আদিবাসী ছাত্র এঞ্জেল চাকমার। ওই ঘটনায় তার ছোট ভাই মাইকেল চাকমাও গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও নেতৃত্বের বক্তব্য, এঞ্জেল চাকমার মৃত্যু একটি গুরুতর ঘটনা এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে না। তারা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানান।

স্মার্ট মিটার বসানোর পর বিদ্যুৎ বিল এলো ৯৮২১ টাকা , চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: স্মার্ট মিটার বসানোর পর অসহায় এক বৃদ্ধা মহিলার বিদ্যুৎ বিল এসে দাঁড়িয়েছে ৯,৮২১ টাকা। এমনই অভিযোগ তুলেছেন মন্ত্রী কিশোর বর্মনের নির্বাচনী এলাকা কলিরাম পাড়ার বাসিন্দা নাইথকতি জমাতিয়া।

বৃদ্ধার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছিলেন। বেশির ভাগ ১০০ থেকে ২০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল আসতো।কিন্তু সম্প্রতি বাড়িতে স্মার্টমিটার বসানোর পর হঠাৎ করেই বিপুল অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল হাতে পেয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এই বৃদ্ধা মহিলার পক্ষে এত টাকা বিল পরিশোধ করা কার্যত অসম্ভব বলে জানান তিনি।নাইথকতি জমাতিয়ার অভিযোগ, স্মার্ট মিটার বসানোর আগে কখনও এত বেশি বিদ্যুৎ বিল আসেনি। ফলে মিটার রিডিং বা হিসাব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা।এলাকাবাসীর মধ্যেও ঘটনাটি নিয়ে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের দাবি, স্মার্ট মিটার বসানোর পর যদি এই ধরনের অস্বাভাবিক বিল আসতে থাকে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বহন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

খেলাধুলা

বিজয় হাজারে : ত্রিপুরার জয়ের হ্যাটট্রিক রুখে দিল মধ্যপ্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাটার্সরা কিন্তু ভালোই তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু বোলাররা তেমনভাবে শেষ রক্ষা করতে পারেননি। যে কারণে টানা তিন ম্যাচে জয় অধরা ত্রিপুরার। জয়ের হ্যাটট্রিকও হলো না। মধ্যপ্রদেশের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হলো ত্রিপুরা দল। বিজয় হাজারে ট্রফি সিনিয়র পুরুষদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এলিট এ বিভাগে ত্রিপুরা দল ফের পরাজিত হলো। চতুর্থ রাউন্ডের মাথায় টিম ত্রিপুরার এটি দ্বিতীয় পরাজয়। প্রথম ম্যাচে কেরালার কাছে ১৪৫ রানে পরাজিত হলেও পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে পন্ডিচেরি কে সাত উইকেটে এবং রাজস্থানকে ৬৬ রানে হারিয়ে শিবিরে নিজেদের মনোবল কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রদেশ কিন্তু এ নিয়ে টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে যথাক্রমে রাজস্থান, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং আজ ত্রিপুরাকে হারিয়ে। মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বি গ্রাউন্ডে সকাল ন-টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মধ্যপ্রদেশ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে টিম ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিজয় শঙ্করের ৯১ রান, শ্রীদাম পালের ৫২ রান, স্বপ্নীল সিং এর অপরাজিত ৩০ রান, রজত দে-র ৩৬ রান উল্লেখ করার মতো। বিজয় শংকর ৯৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে একানব্বই রান পায়। মধ্যপ্রদেশের বোলার ভেঙ্কটেশ আইয়ার একাই ৪টি উইকেট তুলে নেয় ৪৪ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, কুমার কার্তিকেয় সিং পেয়েছে দুটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যপ্রদেশ ৪৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে যশ দুবের দুর্দান্ত শতক দলকে সহজে জয় এনে দেয়। দুবে ৯৭ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১০৫ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, শুভম শর্মার ৭১ রান উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরার বিজয় শংকর তিনটি উইকেট পেয়েছিল ৪৯ রানের বিনিময়ে। এছাড়া সারুখ হোসেন, মনি শংকর মুরাসিং ও অভিজিৎ সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত শতকের সুবাদে মধ্যপ্রদেশের যশ দুবে পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আগামীকাল বছরের প্রথম রেপিড দাবা টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন বছরের প্রথম দাবা টুর্নামেন্ট এবারও হতে চলেছে রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে। একদিনের ওপেন প্রাইজমানি রেপিড দাবার আসর হবে ২ জানুয়ারী। মোট প্রাইজমানি বেড়ে এবার হয়েছে ১৫ হাজার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মত এবারও দাবার আসর হতে চলেছে। ক্লাব ঘরে সকালে শুরু হবে আসর। সকাল ৯টায় আসরের উদ্বোধন হবে। এবারের আসরের উদ্বোধন করবে রাজ্যের আন্তর্জাতিক দাবাড়ু অর্শিয়া দাস। ওই অনুষ্ঠানে অর্শিয়াকে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হবে।

আসরের মূল দায়ীত্বে থাকা বিবেকানন্দ চেস একাডেমির কোচ গৌরব চক্রবর্তী জানান, মোট ছয় রাউন্ডে হবে খেলাগুলি। এন্ট্রি ফি ৫০০ টাকা। রাজ্য দাবা সংস্থা আসরটি আয়োজনের ক্ষেত্রে সব ধরণের সহযোগিতা করছে।

বছরের প্রথম এই প্রাইজমানি টুর্নামেন্টের লক্ষ্যে আয়োজন ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। একদিনের এই লড়াইয়ে রাজ্যের একঝাঁক রেটেড দাবাড়ু অংশ নিচ্ছে। কোচ গৌরব চক্রবর্তী আরো জানান এখনো যারা এন্ট্রি নিতে আগ্রহী তাদের আগামীকাল, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ৯৬১২৮৩৮৯৯২ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। প্রতি বারের মত এবারের আসরের বিজয়ীদের ১২ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানে পুরষ্কার ও প্রাইজমানি তুলে দেয়া হবে।

বিজয় মার্চেন্ট : তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত পরাজয় ত্রিপুরার। অগ্নিপরীক্ষায় ব্যর্থ টিম ত্রিপুরা। একই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে ইনিংস সহ ১১৪ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত হতে হল তামিলনাড়ুর কাছে। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি এলিট এ বিভাগে অনুর্ধ ১৬ বালকদের। শিমোগায় কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার তামিলনাড়ু দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ১৬৪ রানের পাশাপাশি আট উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে। আরও ৪৫.৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান যোগ করে মোট ৩৪৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। সোমবার প্রথম বেলায় ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংস ৭৮-এ থেমে গিয়েছিল। মঙ্গলবার ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ২৬৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। তবে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল সাকুল্যে ৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল। রাজ্য দলের অবশিষ্ট ব্যাটার্সরা ৮৪ রান যোগ করে করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা দল ১৫৩ রান সংগ্রহ করলে তামিলনাড়ু ইনিংস সহ ১১৪ রানের বড় ব্যবধানে জয়ী হয়। রাজ্য দলের সুবীর বৈদ্য সর্বাধিক ৩৯ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ছিল। আর কেউ তেমন ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। তামিলনাড়ুর আদ্বিক ঈশ্বরণ দ্বিতীয় ইনিংসেও একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ৩৩ রানের বিনিময়ে। প্রথম ইনিংসেও ঈশ্বরণ পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল।

সেঞ্চুরি সরফরাজ-রুতুরাজ-পড়িক্কলের, নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে নির্বাচকদের বার্তা!

নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে জাতীয় নির্বাচকদের 'বার্তা' সরফরাজ খানের। বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৭৫ বলে ১৫৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন তিনি।

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের হয়ে দুরন্ত শতরান করে রুতুরাজ গায়কোয়াড় বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন সিরিজে তাঁকে বাদ দেওয়া যাবে না। সেঞ্চুরি করেছেন দুই কর্নাটক ব্যাটার ময়াঙ্ক আগরওয়াল, দেবদত্ত পড়িক্কলও।

বুধবার টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় গোয়া। শুরুতে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী সাজঘরে ফিরলেও যশস্বী জয়সওয়াল (৪৬) ও মুশির খান (৬০) মিলে ৭০ রানের জুটি গড়ে। এরপরেই সরফরাজ শুরু করেন বিধ্বংসী ব্যাটিং।

৯টি চার, ১৪টি ছক্কা দিয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করছেন। সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ট্রফিতেও দারুণ পারফর্ম করেছেন। আইপিএল নিলামে তার 'মূল্য'ও পেয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে ন্যূনতম মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছে। তবে তাঁর লক্ষ্য জাতীয় দলে ফেরা। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে এদিনের ইনিংস সাফ বুঝিয়ে দিল জাতীয় দলে খেলার জন্য তৈরি।

২০২৪-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেকেই নজর কেড়েছিলেন সরফরাজ খান। তারপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি। তারপরও দল থেকে বাদ পড়েছেন। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলেছেন তিনি। পরে পাঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে খেললেও কখনই নিজেকে সেভাবে প্রমাণ করতে পারেননি।

গত দু'বছর দলই পাননি। এখন দেখার কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিনি ফেরেন কি না। উল্লেখ্য, ৫৬ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রোহিত শর্মার দ্রুততম লিস্ট 'এ সেঞ্চুরির নজির ভেঙে দিলেন সরফরাজ। গত সপ্তাহে সিকিমের বিরুদ্ধে ৬২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন হিটম্যান। বুধবার সেই রেকর্ড ভেঙে গেল। সরফরাজের মারকাটারি ইনিংসের পর গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বই তোলে ৪৪৪ রান।

দু'বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৭৭ বলে সেঞ্চুরির ইনিংস বুঝিয়ে দিয়েছিল ওয়ানডে'তে তাঁকে সহজে বাদ দেওয়া যাবে না। সেই ছন্দ বজায় রেখেছেন বিজয় হাজারে ট্রফিতেও। ১১১ বলে ১২৪ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন রুতুরাজ। ১২ চার এবং ৩ ছক্কা দিয়ে সাজানো ইনিংসের গর্জন জাতীয় নির্বাচকরা নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন।

একটা সময় ৫০ রানে ৩ উইকট হারিয়ে ফেলেছিল মহারাষ্ট্র। সেখান থেকে অধিনায়কোচিত ইনিংস উপহার দেন রুতুরাজ। শেষ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৩১ রান তোলে মহারাষ্ট্র। প্রসঙ্গত, ১১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা ওয়ানডে সিরিজে দলে ফিরবেন অধিনায়ক শুভমান গিল। তিনি ফিরলে আদৌ রুতুরাজের জায়গা প্রথম একাদশে হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কিন্তু এদিনের ইনিংসে বুঝিয়ে দিল, মিডল অর্ডারে ভারতকে ভরসা জোগাতে তৈরি তিনি। সেই কারণে বুধবার সেঞ্চুরি করে জাতীয় নির্বাচকদের চাপে ফেললেন সিএসকে অধিনায়ক। তবে আসন্ন সিরিজে শ্রেয়স আইয়ার না খেললে তিনি যে ফের জাতীয় দলে সুযোগ পাবেন, তা বলাই বাহুল্য।

বিজয় হাজারের অপর ম্যাচে পণ্ডিচেরির বিরুদ্ধে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন কর্নাটকের দুই ব্যাটার ময়াঙ্ক আগরওয়াল এবং দেবদত্ত পড়িক্কল। ওপেনিং জুটিতে ২২৮ রান তোলেন তাঁরা। ১১৬ বলে ১১৩ রানে সাজঘরে ফেরেন দেবদত্ত। ১৩২ রান করেন ময়াঙ্ক। তাঁদের সেঞ্চুরির সুবাদে ৩৬৩ রান তোলে কর্নাটক। এই মুহূর্তে দলে নেই দেবদত্ত। সম্প্রতি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকেও বাদ পড়েছিলেন। সেই কারণে বিজয় হাজারেতে এই সেঞ্চুরি অনেকটাই অক্সিজেন দেবে তাঁকে।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে ফিরছেন শামি? ১০ মাস পর জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা বাংলার পেসারের

ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলে নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন মহম্মদ শামি। তিনি অজিত আগরকরদের বাধ্য করেছেন তাঁকে নিয়ে ভাবতে। আবার ভারতের জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যেতে পারে মহম্মদ শামিকে। শেষ বার ৯ মার্চ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলেছিলেন মহম্মদ শামি। তার পর থেকে আর ভারতীয় জার্সিতে দেখা যায়নি তাঁকে। আবার সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে শামির প্রত্যাবর্তন হতে পারে।

ভারতীয় বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে শামির পারফরম্যান্সের দিকে নজর ছিল নির্বাচকদের। শামি নজর কেড়েছেন। ওই সূত্র বলেছে, "শামির কথা প্রায়ই আলোচনা হত। ওর ফিটনেস নিয়ে চিন্তা ছিল। শামির মতো বোলারের মান নিয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে শামি ফিরতে পারে। ওর উইকেট নেওয়ার দক্ষতা রয়েছে। এমনকি, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপেও ও খেলতে পারে।"

২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি (২৩) উইকেট নিয়েছিলেন শামি। তা-ও শুরুর চারটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তার পরেই চোট পান। দীর্ঘ দিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে খেলেন। কিন্তু শামির পারফরম্যান্স পছন্দ হয়নি নির্বাচকদের। ফলে তার পর থেকে আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি তিনি। সেই সুযোগ এ বার পেতে পারেন বাংলার পেসার।

নির্বাচক প্রধান আগরকর জানিয়েছিলেন, শামির চোট নিয়ে কোনও তথ্য তাঁদের কাছে নেই। তাই অভিজ্ঞ পেসার দলের সুযোগ পাচ্ছেন না। জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ায় অভিমান হয়েছিল শামির। তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তাঁর চোট কেমন আছে সেটা বোর্ডকে জানানো তাঁর কাজ নয়। তাঁর সঙ্গে বোর্ডের কোনও কর্তা যোগাযোগ করেননি। তার পর থেকে অবশ্য রঞ্জি ট্রফি, মুস্তাক আলি ট্রফির কিছু ম্যাচে শামির খেলা দেখতে এসেছিলেন জাতীয় নির্বাচকেরা। তাঁদের নজর কেড়েছেন শামি।

বাংলার হয়ে রঞ্জিতে চার ম্যাচে ২০ উইকেট নিয়েছেন শামি। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে নিয়েছে ১৬ উইকেট। বিজয় হজারের চার ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বুধবার জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৬ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন শামি। তাঁর পারফরম্যান্স ভাল লেগেছে নির্বাচকদের।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। সেই জায়গায় শামিকে নেওয়া হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, অর্শদীপ সিংহ ও হর্ষিত রানাকে খেলানো হয়েছিল। প্রসিদ্ধের পারফরম্যান্স খুশি করতে পারেনি নির্বাচকদের। ফলে এ বার শামির পালা। নিউ জিল্যান্ড সিরিজে সুযোগ পেয়ে যদি তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন, তা হলে আরও এক বার জাতীয় দলে খেলার দৌড়ে এগিয়ে যাবেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলঘোষণা আফগানিস্তানের, রশিদের উপরেই ভরসা রাখল আফগান বোর্ড

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। রশিদ খানের উপরেই ভরসা রেখেছে তারা। রশিদের নেতৃত্বেই খেলতে নামবে আফগানিস্তান। ১৫ জনের দলের পাশাপাশি তিন জনকে রিজার্ভে রেখেছে আফগানিস্তান।

এ বার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মাটিতে আফগানিস্তানের রেকর্ড ভাল। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিল তারা। সেই ফর্মই ধরে রাখতে চাইবেন রশিদেরা। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছিল আফগানিস্তান। এ বারের বিশ্বকাপেও ভাল খেলার লক্ষ্যে নামবে তারা।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিও সারবে আফগানিস্তান। ১৯ থেকে ২২ জানুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবেন রশিদেরা।

আফগানিস্তান দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ গুলবদিন নইব ও নবীন উল হক। গুলবদিন মিডল অর্ডারে ভরসা দেবেন। নবীন আবার নতুন ও পুরনো দুই বলেই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন। বাংলাদেশ সিরিজে খেলতে না পারলেও বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন ফজলহক ফারুকি। রশিদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণ সামলাবেন মহম্মদ নবি ও মুজিব উর রহমান। জল্পনা চলছিল যে, আল্লা গজনফরকে বিশ্বকাপের দলে দেখা যেতে পারে। কিন্তু নেওয়া হয়নি তাঁকে। রিজার্ভে রয়েছেন এই তরুণ স্পিনার। ৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তান। ১১ ফেব্রুয়ারি অহমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে কানাডার বিরুদ্ধে খেলবে তারা।

আফগানিস্তানের বিশ্বকাপের দল রশিদ খান (অধিনায়ক), নুর আহমেদ, আবদুল্লা আহমদজাই, সেদিকুল্লা অটল, ফজলহক ফারুকি, রহমানুল্লা গুরবাজ, নবীন উল হক, মহম্মদ ইশাক, শহিদুল্লা কামাল, মহম্মদ নবি, গুলবদিন নইব, আজমাতুল্লা ওমরজাই, মুজিব উর রহমান, দারউইশ রসলু, ইব্রাহিন জাদরান। রিজার্ভ আল্লা গজনফর, ইজাজ আহমদজাই, জিয়া উর রহমান শরিফি।

শামি-মুকেশ-আকাশের দাপটে ৬৩ রানে শেষ জম্মু-কাশ্মীর! বিজয় হজারেতে ৪০ ওভার বাকি থাকতে ৯ উইকেটে জয় বাংলার

বিজয় হজারে ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে ছেলেখেলা করল বাংলা। একতরফা ম্যাচে উড়িয়ে দিল তাদের। দলের জয়ের ভিত গড়ে দিলেন তিন পেসার মহম্মদ শামি, আকাশদীপ ও মুকেশ কুমার। তাঁদের দাপটে মাত্র ৬৩ রান অল আউট হয়ে যায় জম্মু-কাশ্মীর। ১০ ওভারের আগেই সেই রান তাড়া করে ৯ উইকেটে জিতে যায় বাংলা। অর্থাৎ, ১০০ ওভারের ম্যাচ শেষ হয়ে যায় মাত্র ৩০ ওভারে।

জম্মু-কাশ্মীর দুর্বল দল নয়। চলতি বিজয় হজারেতে এর আগে তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টি জিতেছিল তারা। পয়েন্ট তালিকায় বাংলার উপরেও ছিল। কিন্তু বুধবার সব হিসাব বদলে গেল। রাজকোটের মাঠে টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে ঠিক, তা বোঝা যায় ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই। কামরান ইকবালকে শূন্য রান ফেরান শামি। পরের ওভারে মুরুগান অশ্বিনকে শুন্য রানে আউট করেন আকাশদীপ। পঞ্চম ওভারে আবার ধাক্কা দেন শামি। এ বার তিনি আউট করেন ইয়াওয়ের হাসানকে।

জম্মু-কাশ্মীরে ব্যাটারদের মধ্যে শুভম খাজুরিয়া (১২) ও অধিনায়ক পারশ ডোগরা (১৯) দুই অঙ্কে পৌঁছন। বাকি কেউ ১০ রানও করতে পারেননি। শামি ও আকাশদীপের পর নজর কাড়েন মুকেশও। আগের ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এই ম্যাচে নেন ৪ উইকেট। ৪ উইকেট পান আকাশদীপও। শামির ঝুলিতে ২ উইকেট। তিন পেসারের দাপটে ২০.৪ ওভারে ৬৩ রানে অল আউট হয়ে যায় জম্মু-কাশ্মীর।

৬৪ রান তাড়া করতে যে বেশি সময় লাগবে না তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বাংলা চেয়েছিল, যত দ্রুত সম্ভব খেলা শেষ করতে। অধিনায়ক ঈশ্বরন (৪) রান না পেলেও আগের ম্যাচে শতরান করা অভিষেক পোড়েল ও তিন নম্বরে নামা সুদীপ ঘরামি দ্রুত রান করেন। ৯.৩ ওভারে জিতে যায় বাংলা। অভিষেক ৩০ ও সুদীপ ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ থেকে এক লাফে দু'নম্বরে উঠল বাংলা। তাদের নেট রানরেট ১.০৭৮। শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। দু'দলের পয়েন্ট সমান হলেও উত্তরপ্রদেশের ম্যাচ এখনও চলছে। সেটা জিতলে তারা শীর্ষেই থাকবে। বিদর্ভ ও বরোদাও তাদের ম্যাচ খেলছে। জিতলে নেট রেনরেটে তারাও বাংলাকে টপকে জেতে পারে।

হঠাৎই হৃদ্যন্ত্রে সমস্যা, তিন ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার রবার্তো কার্লোসের

হৃদ্যন্ত্রে গুরুতর সমস্যা নিয়ে ব্রাজিলের হাসপাতালে ভর্তি রবার্তো কার্লোস। ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন কার্লোস। তার মধ্যেই এই বিপত্তি। বছরের শেষে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটানোর সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কার্লোস। স্পেনের একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পায়ে সামান্য রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কার্লোসকে। চিকিৎসকেরা তাঁর পুরো শরীর স্ক্যান করেন।

শ্রীলঙ্কাকে চুনকাম করে টি২০ সিরিজ ভারতের, রেকর্ড দীপ্তির, হরমনপ্রীত-অরুন্ধতীর দাপটে জিতে বছর শেষ ভারতীয় দলের

এক দিনের বিশ্বকাপ জেতার পর যে তাঁরা মনঃসংযোগ হারাননি তা প্রমাণ করে দিলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার প্রস্তুতির শুরুটা ভাল হল ভারতের। জয় দিয়ে ২০২৫ সাল শেষ করল ভারতের মহিলা দল। টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে চুনকাম করলেন হরমনপ্রীতেরা। পাঁচটি ম্যাচই আরাম করে জিতল ভারত। বিশ্বরেকর্ড করলেন দীপ্তি শর্মা। মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট এখন তাঁর দখলে। এর আগে ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে ৫-০ চুনকাম করে হারিয়েছিল ভারত। তৃতীয় বার এই কীর্তি করল তারা। মঙ্গলবার তিরুঅনন্তপুরমে ভারতের ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভাল হয়নি। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল স্মৃতি মন্ধানাকে। অসুস্থ হওয়ায় ছিলেন না জেমাইমা রদ্রিগেজও। তার পরেও জিততে সমস্যা হল না ভারতের। দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। শেষ দিকে ঝোড়ো ইনিংস খেললেন অরুন্ধতী রেড্ডি। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে হারিয়ে ১৭৫ রান করে ভারত। জবাবে শ্রীলঙ্কা ২০ ওভারে ৭ উইকেটে হারিয়ে করে ১৬০ রান। ১৫ রানে জিতে সিরিজ শেষ করল ভারত।

মন্ধানার বদলে এই ম্যাচে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে অভিষেক হল জি কমলিনির। শেফালি বর্মার সঙ্গে ওপেন করতে নামেন তিনি। আগের তিন ম্যাচে অর্ধশতরান করা শেফালি এই ম্যাচে ৫ রানে আউট হন। কমলিনি করেন ১২ রান। জেমাইমার বদলে সুযোগ পাওয়া হরলিন দেওল করলেন ১৩ রান। ৪১ রানের মধ্যে ৩ উইকেট পড়ে যায় ভারতের।

মনে হচ্ছিল, এই ম্যাচে বড় রান করতে পারবে না ভারত। কিন্তু হরমনপ্রীত দেখিয়ে দিলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে কী ভাবে খেলতে হয়। পাল্টা আক্রমণ করলেন তিনি। আমনজোৎ কৌরের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন। আমনজ্যোৎ শুধু হরমনকে স্ট্রাইক দিচ্ছিলেন। অধিনায়ক চালিয়ে খেলছিলেন। ৪৩ বলে ৬৮ রান করে আউট হলেন হরমনপ্রীত। আমনজ্যোৎ করেন ২১ রান।

শেষ দিকে দলকে টানলেন অরুন্ধতী। তাঁর দাপটে শেষ ১২ বলে ৩২ রান করল ভারত। তার মধ্যে ২৭ রান করলেন তিনি। মাত্র ১১ বলে। চারটি চার ও একটি ছক্কা মারলেন। অরুন্ধতীর ব্যাটে ১৭৫ রান করল ভারত।

রান তাড়া করতে নেমে রান পাননি শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। ব্যাটের পর বল হাতেও নজর কাড়লেন অরুন্ধতী। প্রথম ওভারেই অধিনায়ককে ২ রানের মাথায় আউট করলেন তিনি। অধিনায়ককে হারালেও ভয় পায়নি শ্রীলঙ্কা। অপর ওপেনার হাসিনি পেরেরা ও তিন নম্বরে নামা ইমিশা দুলানি জুটি বাঁধলেন।

শিশির পড়ায় বল করতে সমস্যা হচ্ছিল ভারতীয় বোলারদের। ফলে দ্রুত রান উঠছিল। দুই ক্রিকেটারের মধ্যে ৭৯ রানের জুটি হয়। ভারতকে খেলায় ফেরান আমনজ্যোৎ। ৫০ রানের মাথায় দুলানিকে আউট করলেন তিনি। হাসিনিও অর্ধশতরান করলেন। এক দিকে টিকেছিলেন তিনি। আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন দলকে জেতানোর। কিন্তু অপর প্রান্তে সঙ্গী পেলেন না। তারই খেসারত দিতে হল।

শ্রী চরণির বলে ৪২ বলে ৬৫ রান করে বোল্ড হন হাসিনি। সেই সঙ্গেই শ্রীলঙ্কার লড়াই শেষ হয়ে যায়। গোটা সিরিজ জুড়ে বোঝা গেল দু'দলের মানের কতটা তফাত। এক দিনের বিশ্বকাপ জেতার পর যে হরমনপ্রীতদের আত্মবিশ্বাস কতটা বেড়েছে তা-ও এই সিরিজে বোঝা গেল। প্রথম দলের তিন-চার জন ক্রিকেটার ছাড়াও হাসতে হাসতে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত।

কোমায় ডেমিয়েন মার্টিন, সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার, পাশে সতীর্থেরা

কোমায় চলে গিয়েছেন ডেমিয়েন মার্টিন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কয়েক দিন আগে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এই খবর জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খেলেছেন মার্টিন। ১৪ বছরের কেরিয়ারে ৬৭ টেস্ট ও ২০৮ এক দিনের ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারকে গত ২৬ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত মার্টিনের জীবন সংশয় রয়েছে। এখনও সঙ্কটজনক তিনি। মেনিনজাইটিসের অর্থ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে প্রদাহ বা সংক্রমণ। এটি সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া (যেমন নিউমোকক্কাল বা মেনিনোকক্কাল) বা ছত্রাক ঘটিত রোগ। তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস সবচেয়ে মারাত্মক। এই রোগে আক্রান্ত হলে তীব্র মাথাব্যথা, প্রচণ্ড জ্বর, ঘাড়ে ব্যথা, বমি বমি ভাব, আলোতে সংবেদনশীলতা এবং বিভ্রান্তির সমস্যা দেখা যায়। সেই সমস্যাই হচ্ছিল বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের। মার্টিনের প্রাক্তন সতীর্থ ও দীর্ঘ

প্রেরণা প্রোগ্রাম

ছাত্রছাত্রীদের নতুন দিশা দেখাবে : কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ মোহনপুরের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় -এর ছাত্র মৃন্ময় দেবনাথের বাড়িতে গিয়ে তাকে 'প্রেরণা' প্রোগ্রামে নির্বাচিত হওয়ায় ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানিয়েছেন।
মন্ত্রী জানান, প্রেরণা হলো একটি অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাপ্রকল্প, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটায়। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলী, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করে।
তিনি জানান, প্রেরণা প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আত্মসংযম, সময়পালন, দলবদ্ধ কাজ, নেতৃত্ব, নাগরিক দায়িত্ব, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশপ্রেম, নীতি এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব শেখায়। বইয়ের জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীরা শিখে যে বড় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব সহযোগিতা ও দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আর আত্ম-প্রেরণা ও নিজের প্রতি বিশ্বাস তাদের কঠিন চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এই প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধও জাগ্রত করে, যা একজন আদর্শ নাগরিকের পরিচায়ক।
মন্ত্রী বলেন , বিদ্যালয় পর্যায়ে দেশের প্রতিটি জেলার ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়েকে শিক্ষা মন্ত্রককে মনোনয়ন পাঠানো হয়। এরপর কেন্দ্রীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা থেকে একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে প্রেরণা অংশগ্রহণকারী বা অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মোহনপুরের ক্লাস ১১-এর মৃন্ময় দেবনাথ এবং কামিনী কুমার স্কুলের অথাই ভৌমিক।
মন্ত্রী আরও জানান, নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির স্কুল শহর ভাদনারে সাত দিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠানো হয়েছে, যা দেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ এবং নেতৃত্ব বিকাশ-এ কেন্দ্রীভূত। প্রশিক্ষণের পর এই শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করবেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেবেন। মৃন্ময় দেবনাথ সম্পর্কে কথা বলার সময় বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, "আমি তার বাড়িতে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। সে প্রতিভাবান এবং সর্বাঙ্গীন দক্ষ। গানেও তার পারদর্শিতা লক্ষণীয়। আমরা তার এই অর্জনে গর্বিত এবং আশা করি, সে ভবিষ্যতেও এমনই সাফল্য অর্জন করবে।"

স্ত্রী ও নাবালক সন্তান নিখোঁজ, কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ

ধর্মনগর, ৩১ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা থানায় স্ত্রী ও নাবালক সন্তান নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারী আনন্দ হোসেন (পিতা: আব্দুল মিয়া), তিনি সাকির বাজার সংলগ্ন দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা আলিয়া বেগমের সঙ্গে ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক আনন্দ হোসেনের বিবাহ হয়। তাঁদের সংসারে বর্তমানে ২২ মাসের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, গত কয়েকদিন ধরে পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ চলছিল।
এরই মধ্যে শনিবার সকালে আলিয়া বেগম নাবালক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরবর্তীতে আত্মীয়স্বজন ও সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আনন্দ হোসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে একটি জিডি রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিখোঁজ মহিলা ও শিশুর সন্ধানে সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও দ্রুত তাঁদের সন্ধান পাওয়ার জন্য পুলিশের সক্রিয় ও কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, গুরুতর আহত আরও এক

আগরতলা, ৩১ ডিসেমর: উদয়পুরের রাজধ্বরনগর মরা চৌমুহনী এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নবজীত আচার্য্যী নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন সুমন দাস। বর্তমানে তিনি গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে উদয়পুরের রাজধ্বরনগর মরা চৌমুহনী এলাকায় দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা নবজীত আচার্য্যীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি পথ দুর্ঘটনা বলেই অনুমান করা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নবজীত আচার্য্যীর অকাল প্রয়াণে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনেরা ভেঙে পড়েছেন।

সাহায্য প্রত্যাশীদের চিকিৎসা সহায়তা, ভাতা, চলন সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশীদের সাথে আজও সরাসরি কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচির আজ ৬০তম পর্বে অধিকাংশ সাহায্য প্রত্যাশীগণ চিকিৎসাজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা চেয়ে আর্জি জানান। তেলিয়ামুড়ার ইচারবিলের দিলীপ দাস তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদাসের ছেলের চিকিৎসার কাগজপত্র খতিয়ে দেখে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। অমরপুর পূর্ব মালবাসার হেলেন চণ্ড থানপুরি জটিল রোগে অসুস্থ তার ৮ বছরের কন্যার চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে তার কন্যার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার পাশাপাশি ভাতার ব্যবস্থারও আশ্বাস দেন। ধলাই জেলার ধুমাছড়ার দীপক বড়ুয়া তার কন্যার চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তার কন্যার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।
কন্যার চিকিৎসার জন্য সিপাহিজলার পুরাখল রাজনগরের সাহিদ মিয়া, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ডম্বুরনগরের অঞ্জন সেন, ধলেশ্বরের বিশ্বজিৎ কর্মকার এবং হাঁপানিয়ার রামগোপাল শীল, ছেলের চিকিৎসার জন্য চাঁদিনামুড়ার কেশব দেব এবং ব্রহ্মাকুন্ডের সীমা মালাকার প্রত্যেকেই তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জনা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সাহায্যের আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী আড়ালিয়া ঋষিপাড়ার নকুল ঋষিদাস দুর্ঘটনায় আহত হয়ে একটি পা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এবং বর্তমানে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তার সংসার প্রতিপালনে সমস্যা হচ্ছে বলে জানালে মুখ্যমন্ত্রী তার চলাচলের সুবিধার জন্য চলন সামগ্রী ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁর ছেলের লেখাপড়ার সুবিধার্থে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এদিন ক্যান্সার আক্রান্ত মেলাঘরের বিপ্লব চক্রবর্তী এসেছিলেন চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।
আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা দেবাশ্রি দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লেফুঙ্গায় ডেলিভারি বয় হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার দুই যুবক

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: লেফুঙ্গা থানাধীন তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগান এলাকায় ডেলিভারি বয় প্রবীর শীল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম শেখর তাঁতি ও তন্ময় উরাং। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনকেই তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকা থেকে আটক করা হয়। লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস জানান, ধৃতদের আজ আদালতে প্রেরণ করা হবে। এই ঘটনায় নিহত প্রবীর শীলের বাবা মোট চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, নিহত প্রবীর শীল বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় ডেলিভারি বয় ছিলেন। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার বাড়িতে ফিরে ছেলেকে না পেয়ে প্রবীরের বাবা তার মোবাইলে ফোন করেন। ফোনটি ধরে অন্য এক যুবক, সে জানায় প্রবীরকে কয়েকজন মিলে মারধর করছে এবং চা বাগান এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন বাবা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে ছেলেকে না পেয়ে আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে সর্দার পাড়া এলাকায় প্রবীরকে গুরুতর আহত, প্রায় আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর প্রবীর কয়েকজনের নাম জানাতে সক্ষম হয় এবং বলে যে, পরিচিত কয়েকজন ফোন করে তাকে ঘটনাস্থলে ডেকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এক যুবক এসে প্রবীরের বাবার হাতে তার ভাঙা মোবাইল ফোনটি তুলে দিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রবীর শীল। তার বাবার অভিযোগ, ছেলের সারা শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রড বা কোনো শক্ত বস্তু দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জিবি হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীরের বাবা ছেলের মৃত্যুর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

ইশ্বর পাঠশালার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: আগরতলার কলেজটিলা এলাকায় অবস্থিত ইশ্বর পাঠশালা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বুধবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি পড়াশোনা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের বরিষ্ঠ প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইশ্বর পাঠশালা পরিচালন কমিটির সভাপতি।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, শিক্ষাই একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। ইশ্বর পাঠশালা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও মূল্যবোধের চর্চা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের আরও সাফল্য কামনা করেন।এদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের এসএমসি এর চেয়ারম্যান সীমা দাস গুপ্ত বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশই বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মহাযোগী শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সংঘের বিশেষ ধর্মীয় উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহাযোগী শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সংঘের বিশেষ ধর্মীয় উৎসব। ধর্মনগরের পদ্মপুরস্থিত শ্রী শ্রী শিব ও গোরক্ষনাথ মন্দিরে পরম পূজ্যপাদ যোগীগুরু মোহন্ত শিবনাথজী মহারাজের ৭৯তম পুণ্য জন্মদিবস উপলক্ষে এই দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। শোভাযাত্রাটি মন্দিরের সম্মুখভাগ থেকে শুরু হয়ে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন প্রধান পথ পরিক্রমা করে। কয়েকশ ভক্ত ও অনুরাগীদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রাটি এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে। উৎসবের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন আজ, ৩১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। আজকের কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল দীক্ষা ও উপনয়ন অনুষ্ঠান এবং মহাযজ্ঞ। সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে আসা শত শত ধর্মপ্রাণ মানুষ এই যজ্ঞ ও দীক্ষা অনুষ্ঠানে শামিল হন। আশ্রম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোহন্ত শিবনাথজী মহারাজের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
আজকের অনুষ্ঠানে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সকল দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সংঘের ধর্মনগর শাখা এই দুই দিনব্যাপী আয়োজনকে সফল ও সুশৃঙ্খল করতে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আশ্রম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে এই ধর্মীয় মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে আজ সন্ধ্যায় এই দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

সারুমে রাজ্যভিত্তিক হস্ততাঁত-হস্তকারু মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর:ত্রিপুরা সরকারের হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে ও ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ থেকে সাব্রুম মেলার মাঠে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক হস্ততাঁত-হস্তকারু মেলা। ৬০টি স্টলে ত্রিপুরার হস্ততাঁত শিল্পীরা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর পসরা সাজিয়েছেন। হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে ১৫ দিনের হস্ততাঁত, হস্তকারু মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে হস্ততাঁত, হস্তকারু মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্য ও রাজ্যের বাহিরে, বিদেশেও ত্রিপুরার হস্তশিল্পীদের পণ্যসামগ্রীর কদর রয়েছে। পণ্যের গুণগতমান আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার হস্তকারু শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। দিল্লি, কোলকাতা এবং গৌহাটিতে ত্রিপুরার হস্তকারু শিল্পীদের তৈরী পণ্যের কাউন্টার রয়েছে। আরও কাউন্টার খোলা হবে। চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে হস্তকারু পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বিকশিত ত্রিপুরা গঠনে হস্তকারু শিল্পীদের তৈরী পণ্য কেনার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ। স্বাগত ভাষণ দেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা অজিত শুক্ল দাস।

নিজেকে সুস্থ রাখতে চাই সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনশৈলী: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: ত্রিপুরাকে একটি সুস্থ, সচেতন ও কল্যাণকামী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করে চলেছে। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুলভ, গুণগত ও সময়োপযোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" শুরু করা হয়েছে। এই অভিযান রাজ্য সরকারের একটি সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ় পদক্ষেপ। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যস্তরীয় "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" এর সূচনা করা হয়। পাশাপাশি যক্ষ্মা সম্পর্কিত এআই ভিত্তিক পাইলট প্রশিক্ষণ মডিউলও চালু করা হয়।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য আজ এক উল্লেখযোগ্য দিন। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের সাথে একটি নতুন পালকের সংযোজন হল। অসংক্রামিত রোগ সারা পৃথিবীতে এখন একটি আলোচ্য বিষয়। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ অসংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। দেরিতে সনাক্ত হলে এই সমস্ত রোগে বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়ে। এই কারণেই রোগের সনাক্তকরণ অপরিহার্য। লক্ষ্য করা গেছে বর্তমানে ৩০ বছরের উর্ধে মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার ইত্যাদি অসংক্রামিত রোগ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব রোগ প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে ধরা পরে না এবং পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা, রোগ চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার আওতায় এনে নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই প্রতিরোধমূলক ও জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি সুস্থ মানুষই সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে। নিজেকে সুস্থ রাখতে চাই সচেতনতা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনশৈলী। রাজ্যের বর্তমান সরকারও নাগরিকদের সময়োপযোগী স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য গত বছর ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ব্যক্তিকে স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। এরমধ্যে ২৫ হাজার ২৫৯ জনের ডায়াবেটিস এবং ৪৯ হাজার ১৫৩ জনের উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য উঠে আসে। ৫ লক্ষ ২৮ হাজার মহিলাকে স্তন ক্যান্সার এবং ১ লক্ষ মহিলাকে জরায়ু ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিং করা হয়েছিল। যাদের রোগ সনাক্তকরণ হয়েছে তাদের চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত ফলো-আপে রাখা হয়েছে। এই জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এবং মিশন মোডে এই অভিযান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে অসংক্রামিত রোগের স্ক্রিনিং, চিকিৎসা এবং নিয়মিত ফলো-আপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
এই অভিযানটি মূলত মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযানের কৌশলের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবছর দুই পর্যায়ে পরিচালিত হবে এই অভিযান। প্রতিটি পর্যায়ের মেয়াদ হবে ১৪ দিন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ আই হলো বর্তমান বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। একে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে মানব সভ্যতার জন্য উজ্জ্বল দিন নিয়ে আসবে। আজকের দিনে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কিত এআই ভিত্তিক পাইলট প্রশিক্ষণ মডিউলের সূচনা রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন আধুনিক চিকিৎসার প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানব কল্যাণের কথা বলে আসছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে রাজ্যের বর্তমান সরকারও নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সব কর্মসূচিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত স্তরের কর্মীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। এতেই এই অভিযানের সার্থকতা আসবে। এই কর্মসূচি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্টপ ডায়রিয়া ক্যাম্পেইন, স্কুল হেলথ মিশন ইত্যাদি কর্মসূচি এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন সফলতার চিত্র তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী আজকের এই অভিযানকে মিশন মোডে সম্পাদনের আহ্বান জানান এবং সার্বিক সফলতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে প্রতিবছর কোটি কোটি মানুষ অসংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে রাজ্যে এই অভিযানের গুরুত্ব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে এবং মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" এর বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ডা. নুপুর দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা, রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এইচ. পি. শর্মা।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে যথাযথ করতে বিলোনীয়ায় ডিডব্লিউআর বসানো হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর: আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে যথাযথ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধের আগাম ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের রাজস্ব দপ্তর এবং পূর্ত (জল সম্পদ) দপ্তরের সঙ্গে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের দু''টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের মহানির্দেশক ড. মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়ে বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়ায় আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস পাওয়ার লক্ষ্যে ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার (ডিডব্লিউআর) বসানো হবে। এজন্য রাজ্য সরকার ০.২২ একর জমি বিনামূল্যে প্রদান করেছে। এই মেশিনটি বসানো হলে ঝড়, বৃষ্টিপাত, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি আরও যথাযথভাবে পাওয়া যাবে। স্বাভাবিকভাবেই এতে যেকোন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরও যথাযথভাবে মোকাবিলা করা যাবে।
ড. মহাপাত্র জানান, ডিডব্লিউআর বিলোনীয়ায় বসানো হলে শুধুমাত্র ত্রিপুরাই নয় পার্শবর্তী রাজ্য মিজোরাম, মণিপুর এবং আসামও উপকৃত হবে। ডিডব্লিউআর বসানো ছাড়াও পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি) দপ্তরের অধীনে থাকা ৩টি অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন (এডব্লিউএস) যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের হাতে (আইএমডি) হস্তান্তর করা সম্পর্কিত চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। আইএমডি''র বিশেষজ্ঞরা এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। আইএমডি''র হাতে যাওয়ার পর এডব্লিউএসগুলি ন্যাশন্যাল গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে বন্যা মোকাবিলার কাজটি আরও অনেক সহজতর হবে।
ড. মহাপাত্র জানান, আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্লক ও পঞ্চায়েত পর্যায়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে পঞ্চায়েতভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া। বিলোনীয়াতে নতুন র‍্যাডার স্টেশন স্থাপন হলে ছোট ছোট এলাকাভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে সুবিধা হবে। এই দু''টি চুক্তির ফলে দিনে এক ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, ছয় ঘন্টা পর পর ১০ দিন পর্যন্ত আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হবে। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রান্সপোর্ট, এগ্রিকালচার সহ প্রতিটি সেক্টরে আগাম পূর্বাবাস দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে মোট ২৮টি অটোমেটেড ওয়েদার স্টেশন রয়েছে। আরও ১৪টি করার সম্ভাবনা রয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, বিলোনীয়াতে নতুন ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার স্টেশন স্থাপনের জন্য এক চুক্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরকে ০.২২ একর জমি হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও গোমতী জেলা, খোয়াই জেলা, ধলাই জেলায় তিনটি অটোমেটেড ওয়েদার র‍্যাডার স্টেশন হস্তান্তরকরণ চুক্তির ফলে ডাটা ন্যাশনালাইজ করতে ও ভালো ব্যবস্থপনার সুবিধা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবহাওয়া দপ্তরের র‍্যাডার প্রজেক্ট হেড সোমা সেন রায়, রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অরুণ কুমার রায়, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্ট অফিসার ড. শরৎ কুমার দাস প্রমুখ।

খেলো ধর্মনগর ২০২৫-এর নাম পরিবর্তন, বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতিতে উৎসর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ ডিসেম্বর: ধর্মনগরের আবেগঘন ক্রীড়া উৎসব 'খেলো ধর্মনগর ২০২৫'-এর নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে বুধবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বিশ্ববন্ধু সেনের আকস্মিক প্রয়াণের কারণে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে 'খেলো ধর্মনগর ২০২৫' সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। তিনি শুধু একজন জনপ্রতিনিধিই নন, ধর্মনগরের ক্রীড়া ও যুবসমাজের অগ্রগতিতে এক অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।
তাঁরই উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় 'খেলো ধর্মনগর' আজ ধর্মনগরের মানুষের কাছে এক আবেগ ও গর্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে খেলো ধর্মনগর কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে 'খেলো ধর্মনগর ২০২৫'-এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'বিশ্ববন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর'। এই নামকরণের মাধ্যমে তাঁর অবদান ও আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হবে বলে জানান আয়োজকরা।এদিন আরও জানানো হয়, শোকের আবহ কাটিয়ে আগামীকাল অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে নতুন নামে ক্রীড়া উৎসব পুনরায় শুরু হবে।
বিশ্ববন্ধু সেনের স্বপ্ন ও আদর্শকে সামনে রেখে আরও বৃহৎ ও সুসংগঠিত পরিসরে এই ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, পুরপরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, খেলো ধর্মনগর ২০২৫ কমিটির সভাপতি শ্যামল নাথ, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। উপস্থিত সকলেই প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর স্মৃতিতে এই ক্রীড়া উৎসবকে সার্থক ও স্মরণীয় করে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas